৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ – ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ঃ ৭ জুন – ১৩ জুন, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 32, 7 June - 13 June, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সিকিমের চুংথাং থেকে মুনসিথাংয়ের পথে চালক

নিয়ন্ত্রণ হারালে এক পর্যটক বোঝাই গাড়ি এক হাজার ফুট খাদে গড়িয়ে নিচে তিস্তা নদীতে গিয়ে পড়ে। মৃত্যু হয়েছে ১ জনের, নিখোঁজ ৮ জন। সকলে ওড়িশা ও ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার : বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ত্রিবেণী থেকে ডায়মন্ড

হারবার পর্যন্ত জলপথ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য চায় হুগলি নদীতে দূষণহীন ব্যাটারিচালিত ফেরি চালাতে। বরাত পেয়েছে গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স। শুরু হল সেই কাজ।

সোমবার : প্রশাসনিক দুর্বলতায় আইন ভাঙাটাই এখন যেন এ

রাজ্যে দস্তুর। বোলপুর পুরসভার নির্দেশ সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের অবনপল্লীতে ভেঙে ফেলা হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি 'আবাস'। এ যেন প্রতিদিন বাঙালির ঐতিহ্য ভেঙে পড়ারই এক প্রতীক।

মঙ্গলবার : চালু হতে চলেছে ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট,

এমপাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি, ডেভেলপমেন্ট বা উমিদ নামে ওয়াকফ পোর্টাল। আইন অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি পোর্টালে নথিভুক্ত করতে হবে। তা না হলে তা বিতর্কিত বলে গণ্য হবে।

বুধবার : এবার এই প্রথম একবালপুরের এক নার্সিংহোমে

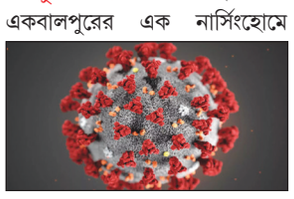

মৃত্যু হল ৪৩ বছরের করোনা আক্রান্ত মহিলার। তিনি শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এতদিন বলা হচ্ছিল এবারের ভ্যারিয়েন্ট প্রাণঘাতি নয়।

বৃহস্পতিবার : আনন্দ বদলে গেল বিষাদে। আইপিএল জয়ের

বিজয় উৎসবে যোগ দিতে এসে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল ১১ জনের। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। শোক জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী সহ অনেকে।

শুক্রবার : বেঙ্গালুরু পদপিষ্ট কাণ্ডের জেরে সাসপেন্ড করা হল

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারকে। পুলিশ স্বত:প্রণোদিত এফআইআর দায়ের করেছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ, অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা সংস্থা ও কর্ণাটক ক্রিকেট আসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রহসনে পরিণত

প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় দুষ্কৃতিদের কবলে শুশুনিয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

শুশুনিয়া পাহাড় পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সারা বছরই দূর দূরান্তের পর্যটকরা ভিড় জমান শুশুনিয়া পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর আলাদাভাবে নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে শুশুনিয়া মরুৎবাহা ইকোপার্ক। ইকো পার্কের মনোরম পরিবেশ নজর কাড়ে পর্যটকদের। এই শুশুনিয়া পাহাড় রক ক্লাইমিং ইউনিভার্সিটি হিসেবেও খ্যাত। শীতকালীন মরশুমে পর্যটকদের পাশাপাশি ভিড় জমান পর্বতারোহীরা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও পাহাড় সংলগ্ন ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যটক কমছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের খোঁজ করতে আলিপুর বার্তার সংবাদ মাধ্যমের বিশেষ টিম পৌঁছে গিয়েছিল শুশুনিয়া পাহাড়ে। দেখা গেল, সবুজ কমছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। শুশুনিয়া পাহাড়ের একাংশ থেকে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে পাথরের চাঁই নামছে। যার ফলে পাহাড়ের একাংশ সবুজ শুন্য হয়ে ন্যাড়া হয়ে পড়েছে। ছাতনা বনদপ্তরের লাগাতার অভিযানের ফলে একসময় পাহাড়ের কোল থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধ হলেও বর্তমানে ফের লুকিয়ে চুরিয়ে পাথর নামাচ্ছে পাথর চোরাকারবারকারীরা। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড়। ধস নামার সম্ভাবনা বাড়ছে। অন্যদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে বেআইনি বেসরকারি রিসর্ট। যার ফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। পাশাপাশি পাহাড়ে প্রতিবছরই আগুন লাগছে। কে বা কারা আগুন লাগাচ্ছে সে বিষয়ে এখনো জানতে পারেনি বনদপ্তর। সম্প্রতি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শুশুনিয়া পাহাড়ে টানা ২৪ ঘন্টা আগুন জ্বলার পর বনদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে আসে আগুনের লেলিহান শিখা।

আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়েছে প্রচুর গাছ ও বন্যপ্রাণী। বনদপ্তরের কড়া নজরদারির কি অভাব? প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। শুশুনিয়া পাহাড়ে বেআইনি কার্যকলাপও চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলবায়ু পরিবর্তন আতঙ্কে কলকাতা

আরিফুল ইসলাম

জুন মাসের ৫ তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস এলেই একেবারে রুটিন মতো আমরা বিভিন্ন সভা-সমিতি-চক্রের আয়োজন করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বড়োবড়ো কথা, বক্তব্য, ভাষণ, অনুষ্ঠান, শেষ অঙ্গীকারও শেষ হয়ে যায়। সভা-সেমিনার থেকে আমরা বাস্তবে সত্যিই কোনও কিছুই কাজে লাগাই না। আমাদের দেশে সরকার আছে। আবার সরকারের জায়গায় মানুষ আছে। তবে যে যার নিজস্ব স্বভাবে ঢঙে।

গত শতাব্দীর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘ মানব পরিবেশের উন্নয়ন সাধনে সুইডেন দেশের রাজধানী স্টকহোম মহানগরে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করেন। মানব পরিবেশের উন্নয়ন সাধনে এই দিনটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের গুরুত্ব বুঝিয়ে অঙ্গীকার করা হয়। তা-ই প্রত্যেক বছর বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন ও পালনে ব্রতী হয়।

কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস পড়তে না পড়তেই শহর কলকাতায় আমরা এক চেনা চিত্র দেখতে অভ্যস্ত। বড়োবড়ো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে ব্যাপক ভিড়। সকল মধ্যবিত্তদের উদ্দেশ্য একটা এয়ার কন্ডিশন মেশিন কেনা। ভয়ংকর রকম গরমে একদিকে প্রাণীজগৎ যেমন হাঁসফাঁস করছে, তেমনি একটু স্বস্তি পাওয়ার জন্য এয়ার কন্ডিশনের ঠান্ডা হাওয়ার মানুষ সেখানে প্রাণ জুড়ানোর আশ্রয় খুঁজছে। আধুনিক সমাজ মানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা। অফিস-কোর্ট-কাছারি, দোকানপাট, শপিং মল, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল, প্রাইভেট গাড়ি থেকে আরম্ভ করে গণপরিবহন এই নেটওয়ার্কের আওতায়। কিন্তু জানেন কী এই এয়ার কন্ডিশন কালচারের ফলে বায়ু মণ্ডলে প্রতিবছর বাড়ছে ভয়ংকর বিষ, অর্থাৎ কার্বনের হার বৃদ্ধি। আর সেই কার্বন বিষ আকারে পরিবেশে ফিরছে বুমেরাং হয়ে। নিট ফল-সমগ্র জীবজগৎ আজ অস্তিত্ব সংকটে। নাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

গ্রীষ্মে কলকাতা শহর প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ছুঁয়ে ফেলছে অহরহ। গতবছর ৩০ এপ্রিল ছিল ৭০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম দিন। ৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যা ব্যারাকপুরের তাপমাত্রা বা পুরুলিয়ার তাপমাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়। অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলাভূমি বোজানো, সবুজকে নষ্ট করা এবং পেরি-আর্বান এরিয়াকে আবহাওয়াবিদরা কলকাতা শহরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ইতিহাস বিজড়িত নদী বিদ্যাধরী অস্তিত্ব সঙ্কটে

একসময় নদীয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন কল্যাণ রায়চৌধুরী।

প্রাচীন বঙ্গীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান নদীপথ ছিল বিদ্যাধরী। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই নদীর তীরে চন্দ্রকেতুগড় নদী বন্দরটি গড়ে ওঠে। আষ্টাদশ শতাব্দীতে শহর কলকাতার কাছে ছিল এই বিদ্যাধরী নদী। তার কাজ ছিল জোয়ার ভাঁটার পলি মাটি এনে বিভিন্ন শাখানদীর মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও ব-দ্বীপ গঠন চালু রাখা। এই বিদ্যাধরী নদীর সংলগ্ন অনেকগুলি নোনাজলের জলাভূমি ছিল। যার নাম ইংরেজরা দিয়েছিল সল্টলেক বা লবনহ্রদ। স্থানীয় ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নদীয়া জেলার হরিণঘাটার কাছে বিদ্যাধরী নদীর উৎস যমুনা নদী। হরিণঘাটা বরগা বিল থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর

২৪ পরগণার দেগঙ্গা হয়ে হাড়োয়া-গাঙের সঙ্গে মিশে পরে দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটি শাখা রায়মঙ্গল ও অপরটি মাতলা নদীতে মিশেছে। নোনা গাঙ হাড়োয়া গাঙ বিদ্যাধরী নামে বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৭২ কিলোমিটার। অবিভক্ত ২৪ পরগণার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ঐতিহাসিক টলেমির বর্ণনা অনুযায়ী, এই নদীর উৎসস্থল যমুনা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হরিণঘাটা থানার বরগা বিল থেকে বর্তমান বিদ্যাধরী নদী উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত, হাবড়া ১ ও ২, দেগঙ্গা, বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালির উপর দিয়ে প্রায় ৭২ কিমি অতিক্রম করে সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নদীতে মিশেছে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উত্তর ২৪ পরগণার বেলিয়াঘাটা, শাসন, হাড়োয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত এই বিদ্যাধরী নদীকে কেন্দ্র করে এই এলাকায় বহু বছর আগে গড়ে উঠেছে বসতি। এই নদীতে মাছ ধরে এক সময় বহু পরিবার তাদের সংসার চালাতো। নদী দূষণের কারণে এখন সেই নির্ভরতা অনেকটা কমেছে।

এইসব এলাকায় ভেড়ির মাছ চাষে এই নদী বড় ভূমিকা পালন করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্লাস্টিকের ব্যবহারে খামতি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের ঘটা করে পালিত হল আর একটা বিশ্ব পরিবেশ দিবস। নেতা মন্ত্রী থেকে পরিবেশবিদরা ভাষণে, বক্তৃতায় বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা পরিবেশ নিয়ে কতটা চিন্তিত। অথচ আজও আমাদের শহর থেকে গ্রামে দেদার ব্যবহার হয়ে চলেছে প্লাস্টিক। বিশেষ করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমাদের রাজ্যের গর্ব সুন্দরবনে উপকূল এলাকায় অবাধে চলছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। সকলের কাছে পরিষ্কার সমুদ্র, নদী পাহাড়ের পরিবেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে চলে প্লাস্টিকের ব্যাগ। তবু প্রশাসনের তরফে নেই কোনো নজরদারি। সুন্দরবনের পর্যটক নৌকাগুলিতে নদীতে প্লাস্টিক ফেলায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নদীর পারে দোকান বাজারে নেই কোনো সচেতনতা। পাহাড়ের অবস্থাও তথৈবচ। ফলে নদী নালা, খাল-বিল থেকে নর্দমা আটকে ভোগাচ্ছে মহানগরগুলিকে। সব সরকারই এব্যাপারে উদাসীন।

ভবঘুরেদের আস্তানায় চুলোয় পরিচ্ছন্নতা

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ-বজবজ শাখার আরো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হচ্ছে লেক গার্ডেন্স। এই স্টেশনে

রেল স্টেশনের হাল-হকিকৎ/১১ লেক গার্ডেন্স

ছবি : অরুন লোধ

দুটি প্লাটফর্ম আছে। গত দু-তিন বছর আগেও এই প্লাটফর্মটি অত্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ ছিল। ৬ জুন এই প্ল্যাটফর্মে গিয়ে চোখে পড়ল অন্য দৃশ্য। দুটি প্লাটফর্মই ধীরে ধীরে অবৈধ দখলদারীদের দখলে চলে যাচ্ছে। একটি দোকানে দেখা গেল রীতিমতো স্টোভ জ্বালিয়ে আলুর চপ ভাজা হচ্ছে। গোটা প্লাটফর্ম জুড়ে ভবঘুরে ও পরিবার থেকে বিতাড়িত মানুষদের আস্তানা হয়ে উঠছে। গোটা প্লাটফর্মে চোখে পড়লো কোথাও কোথাও কম্বল ভাঁজ করে রাখা হয়েছে, কোথাও ইট চাপিয়ে বিছানাপত্র রাখা হয়েছে। স্থানীয় এক মহিলা জানালেন, প্রতিদিন দুপুর বেলা জনৈক রাজিব নামে এক ব্যক্তি এই সমস্ত গৃহহারা ভবঘুরে মানুষদের দুপুরের খাবার দিতে আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজনীতির অনিচ্ছাতেই বদল হয় না পুলিশের

ওঙ্কার মিত্র

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পুলিশ নিয়োজিত হয় জনগণের সুরক্ষার জন্য, ভরণ পোষণ চলে জনগণের টাকায়, অথচ নিয়ন্ত্রিত হয় সরকার নামক মোড়কে থাকা রাজনৈতিক দলের ইচ্ছা অনুসারে। গণতন্ত্রের এ একচরম রসিকতা। পুলিশ আজকের জীব নয়। রাজা, জমিদার, ভুস্বামীদের একান্ত আপন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, লেঠেল বাহিনী পরিণত হয়েছে আজকের আধুনিক পুলিশে। যেদিন থেকে সমাজবদ্ধ মানুষ তার নেতা তৈরী করেছে সেদিন থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য বাহিনী তৈরী হয়েছে। রাজতন্ত্রে পুলিশ ছিল রাজার জন্যই নিবেদিত। রাজার হুকুম মেনে চলা, রাজার পদলেহন করা পুলিশের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তবে, মানুষ অত্যাচারিত হলেও তার মধ্যে একটা স্বচ্ছতা ছিল। মানুষ জানতো পুলিশ রাজার, আমার নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে পুলিশের ভূমিকা বড় বিভ্রান্তিকর। মানুষ ভাবে পুলিশ আমার জন্য, কিন্তু পুলিশ তা মানে না।

তাই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য পুলিশকে শাসক দলের খপ্পর থেকে বার করে আনতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শাসক, বিরোধী দল, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি রেগুলেটরি বোর্ডের অধীনে পুলিশকে আনার সুপারিশ করেছিল। শাসক বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলই শীর্ষ আদালতের এই সুপারিশকে আমল দেয়নি। টালবাহানা করে কাল হরণ করেছে। কারণ তারা জানে পুলিশ ছাড়া ক্ষমতা নুন ছাড়া রান্নার মত। ফলে পুলিশ ও তার চরিত্র নিয়ে আজ যে চর্চা চলছে তার কোনো সারবত্তা আছে বলে মনে হয় না। পুলিশ তার চিরকালীন চরিত্র বজায় রেখে সঠিক ভাবেই শাসকের পালন ও জনগন দমন করে চলেছে। আর যে দলই ক্ষমতায় যাক না কেন তারা এটাকেই

পুলিশের সঠিক ভূমিকা বলে মনে করে।

ইদানিং পুলিশের প্রতি বাংলার শাসক দলের এক নেতার কুরুচিকর হুমকি নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। বাংলার ইতিহাস বলছে এহেন আলোচনা বারবার হলেও পুলিশের চরিত্রে কোনো হেরফের হয়নি। কয়েক বছরের জোট ঘোঁট বাদ দিলে কংগ্রেসের ৩০, বামেদের ৩৪, তৃণমূলের ১৪, মোট ৭৮ বছরে কে কবে শুনেছে যে দল সবুজ সংকেত না দিলে পুলিশ স্বতঃপ্রনোদিত ভাবে শাসক দলের নেতাকে গ্রেফতার করেছে? শাসকের স্বার্থে এসবকে তারা প্রফেশনাল হ্যাজার্ড বলেই মনে করে। তারা জানে মাথায় শাসকের হাত থাকলে পুলিশ জীবনে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তাই নির্বিবাদে তারা শাসক বিরোধী সকলকে নোটিশ দেয়, তুলে আনে, হুমকি দেয় সে যতই অবৈধ হোক না কেন। এখানে সংবাদ মাধ্যমেরও ছাড় নেই।

তবে মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হল শাসক দল ধারাবাহিকভাবে কখন শালীনতা হারায়। প্রশাসনিক দুর্বলতা ঢাকতে আমদানি হয় ভাষা সন্ত্রাসের। বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে ভাষা সন্ত্রাস প্রতিবারই ডেকে আনে রাজনৈতিক পতন। কংগ্রেস আমলে ব্যাবিচার,কুকথার শ্রোত গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ ডেনে এনেছিল পরিবর্তন। অন্যথা হয়নি বাম আমলেও। অনাচার ও অশালীন ভাষা পরিণত হয়েছিল পরিবর্তনে। এবারও নেতা মন্ত্রীদের আচরণও কি সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে?

অর্থনীতি

জুন মাসেই কি বড় ব্রেক আউট?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ারবাজার সম্পর্কে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি এর সম্ভাব্য রেঞ্জ সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম বাজার নিচের দিকে ২৪৫০০ লেভেলে সাপোর্ট নিতে পারে আজ যখন এই লেখা লিখছি তখন সূচক ২৪৬৩০ এবং আজকেই ২৪৫২০ তে সাপোর্ট নিয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন স্টিল সেক্টরের ক্ষেত্রে ভারতের ৫০% ট্যারিফ লাগু হবে ৬ জুন থেকে। ইউক্রেন এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার ইঙ্গিত দিলেও বাস্তবে পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের জন্য হঠাৎ করে কাঁচা তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। যদিও সোনার দাম এই খবর এই উপরের দিকে গেলেও আবার নিম্নমুখী। ভারতের মার্কেটে আমরা সেক্টর স্পেসিফিক মুভমেন্ট লক্ষ্য করছি এবং প্রতিদিনই সেটা হচ্ছে নিয়ম করে। আজ যেমন রেলওয়ে স্টকগুলো হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে এর আগে ফার্টিলাইজার স্টকগুলো একইদিনে বাড়তে শুরু করেছিল। সমরিক অস্ত্র তৈরির কোম্পানিগুলো প্রায় ৫০% এর ওপর কারেকশন হবার পর অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে বিগত দিনের হাই লেভেলকে অতিক্রম করে চলেছে। বাজারকে ২৫০০০ অতিক্রম করতে হলে ব্যাংক নিফ্টিকে ভালো পারফরমেন্স করতে হবে। এখনো পর্যন্ত ২৪৮৫০ থেকে শুরু করে ২৫০০০ পর্যন্ত বড় রেজিস্ট্যান্স জোন। যতক্ষণ না এই লেভেলের উপর দু"দিন ক্লোজিং হচ্ছে ততক্ষণ মরা বড় র‍্যালি দেখতে পাবো না। এবং সেটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত উপর লেভেলে যতই যাক না কেন বারবার সেলিং আসতে শুরু করবে। আগামীকাল নিফটির প্রথম সাপ্তাহিক এক্সপায়ারি ডে আছে সুতরাং যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বাজার ট্রেন্ডিং হওয়ার। সেই জন্য এখনো রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে। বাজার আগামীকাল যদি নতুন হাই তৈরি করতে না পারে তাহলে আবার ২৪ হাজারের কাছাকাছি চলে যাওয়া সম্ভাবনা। টেকনিক্যাল নিয়ম অনুযায়ী স্বল্পকালীন কারেকশন কমপ্লিট কাজেই নিচের দিকে গেলে যারা সুযোগ নষ্ট করেছেন তারা নতুন করে বিনিয়োগ শুরু করতেই পারেন। উপরের দিকে ২৫২০০ ক্রস করলে পরবর্তী ধাক্কা জায়গা ২৫৫০০। এখন দেখার বাজার কবে এই জোনকে অতিক্রম করে নতুন নতুন হাই তৈরি করবে।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল–ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

প্রথম বাণিজ্যিক মোটর গাড়ি

সময়: ১৮৮৫
১৭৯১ সালে মার্কিন উদ্যোগপতি জর্জ ব্রেটন প্রথম তরল জ্বালানি ব্যবহার করে ইন্টারনাল কমাসচন ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও কার্ল বেন্জ প্রথম তরল জ্বালানি ব্যবহার করে এ ধরনের ইঞ্জিনে চলা মোটর গাড়ি করে এ ধরনের ইঞ্জিনে চলা মোটর গাড়ি বানান ও তার সফল পরীক্ষা করেন। তাঁর তৈরি এই গাড়িটি ছিল তিন চাকার আর বহন করতে পারত দুজন যাত্রীকে।

রেডিও

সময়: ১৮৯৫
ইতালীয় বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কনি তাঁর এই গবেষণা করেছিলেন পন্টেচ্চিওতে তাঁর বাবার খামার বাড়িতে। তিনি দেড় মাইল দূরত্বে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম হন। পরের বছর তিনি তাঁর যন্ত্র নিয়ে ইংল্যান্ডে

যান এবং রের বছর বিশ্বের প্রথম তারবিহীন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পেটেন্ট পান। ১৯০৯ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।
প্রসঙ্গত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রথম তারবিহীন রেডিও তরঙ্গ পাঠানোর পরীক্ষা করে দেখালেও, তিনি এর পেটেন্ট পাননি।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিযান

সময়: ১৯২৬, ১৯১১
১৯১১ সালে নরওয়ের অভিযাত্রী রোয়াল্ড আমুন্ডসেন দক্ষিণ মেরু অভিযানে যান এবং দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছন। ১৯২৬ সালে তিনি শুরু করেন উত্তর মেরু অভিযান। আমুন্ডসেন বিশ্বের প্রথম মানুষ যিনি পৃথিবীর দুই মেরুই জয় করেন।

টকিজ

সময়: ১৯২৭
'টকিজ' বা শব্দসহ প্রথম ছবি দ্য জ্যাজ সিঙ্গার। এই চলচ্চিত্রেই প্রথম আবহ–সঙ্গীতের পাশাপাশি ছবির চরিত্রদের ডায়লগ বা কথোপকথন যুক্ত হয়। ছবিটির মাত্র এক–

চতুর্থাংশ শব্দ–যুক্ত ছিল। আর এই অংশেই ছিল আল জলসনের বিখ্যাত ডায়লগ, wait a minute, wait a minute, you arn"t heard nothing yet! ছবিটির প্রযোজক ছিল ওয়ার্নার ব্রাদার্স। **(চলবে)**

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী
৭ জুন – ১৩ জুন, ২০২৫

মেষ রাশি : ব্যবসায় বিদেশে দ্রব্য আমদানি রপ্তানীতে সাফল্য। সন্তানের কর্মোন্নিতিতে বাধা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। ভ্রমণে বিপত্তি ঘটতে পারে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়ের নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন।
প্রতিকার : মঙ্গলের মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : পারিবারিক উর্পাজন বৃদ্ধির সম্ভবনা। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্যের সম্ভাবনা। ব্যবসা বিনিয়োগে সুফল লাভে বিলম্ব তবে পৈতৃক ব্যবসায় সাফল্য। কর্মন্নোতির সম্ভাবনা। কম্পিউটার সংক্রান্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। অভিনয়ে নৃত্য–গীত প্রভৃতি পেশার ক্ষেত্রে সাফল্য।
প্রতিকার : নারায়ণের সেবা করুন প্রতিদিন।

মিথুন রাশি : দাম্পত্য সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাফল্য। পারিবারিক অশান্তি চরম পর্যায়ে যেতে পারে প্রতিবেশীর প্ররোচনায়। গুরুজনদের সাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। কর্মসংস্থান পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মস্থলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।
প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গণেশায় নমঃ' পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সুরাহা মিলতে পারে। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আত্মীয় স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। হৃদজনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধি। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। সংক্রমক রোগ থেকে সাবধান। ভ্রমণ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়।
প্রতিকার : প্রতিদিন ২৮ বার ' ওঁ নমঃ শিবায়' পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : জমি বাড়ি ক্রয়ে নথিপত্র যাচাইয়ের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য নিয়ে ভোগান্তি বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের উন্নতি। ঋণ নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা।
প্রতিকার : প্রতিদিন 'রবির মন্ত্র' পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্য সিদ্ধ করার দরুন কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তি। আর্থিক ক্ষতি, চুরি, পকেটমার বা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। চাকরীর জন্য প্রতারকের নিকট অর্থ না দেওয়াই শ্রেয়। পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। কর্মন্নতির সুযোগ রয়েছে প্রশাসনিক স্তরে।
প্রতিকার : প্রতিদিন 'বুধের মন্ত্র' পাঠ করুন।

তুলা রাশি : পারিবারিক সমস্যার সমাধান স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে। বহুজাতিক সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটতে পারে। কর্মস্থলে অতিরিক্ত পরিশ্রমের সুফল মিলতে পারে। পথ দূর্ঘটনা থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। মমলা সংক্রান্ত বিষয়ে সুফল লাভে বিলম্ব। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।
প্রতিকার : প্রতিদিন তুলসী গাছে জল ঢালুন।

বৃশ্চিক রাশি : ঋণ পরিশোধের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয় স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। অপ্রিয় সত্য কথা বলার দরুন পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সম্পত্তি ক্রয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা, নথিপত্র যাচাই এর প্রয়োজন। শ্বশুর বাড়ি থেকে কোনো সম্পত্তি বা উপহার পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা।
প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভৌমে নমঃ' পাঠ করুন।

ধনু রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আত্মীয় স্বজন কর্তৃক সম্পত্তি নিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তের পরিচয় এবং দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতি ও প্রশংশা প্রাপ্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। দূর্ঘটনা থেকে সাবধান। পারিবারিক ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ভ্রমণে বিপত্তি ঘটতে পারে।
প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ–ভোজন করান।

মকর রাশি : সঞ্চিত অর্থ তদরূপের সম্ভবনা। বিনোদন জগৎ তথা অভিনয়, নৃত্য, গীত প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য এবং উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হৃৎরোগ জনিত সমস্যায় ভুগতে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে। শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক ব্যবসায় সাফল্য।
প্রতিকার : শনিবার অন্ধ মানুষদের অর্থ প্রদান করুন।

কুম্ভ রাশি : মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি। যেকোন কাজে ভুল সিদ্ধান্তের দরুন সমস্যায় পড়তে পারেন তাই গুরুজনদের পরামর্শ প্রয়োজন। কোথাও অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কর্মক্ষেত্রে বদলি বা দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা সন্তানকে নিয়ে অশান্তি বৃদ্ধি।
প্রতিকার : শনিদেবের মন্দিরে পূজো দিন।

মীন রাশি : পারিবারিক সমস্যার দরুন শয্যাশায়ী হতে পারেন। স্বাস্থ্যঘাতে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তার কারণ রয়েছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। পারোবারিক সমস্যা সমাধানে প্রতিকূল পরিস্থির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রত, তীর্থস্থান ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীস্বত্তার বিকাশ।
প্রতিকার : বৃহস্পতিবার হলুদ মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো করুন।

শব্দবার্তা ৩৪৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি
২। উত্তমকুমার ৪। কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে ৫। শোভমান ৭। তিলমাত্র, সামান্য অংশও ৯। স্মারক চিহ্ন ১০। প্রভাত।

উপর–নীচ
১। লোকজনের বাসস্থান। ২। যুদ্ধ ৩। বিখ্যাত খ্যাতিমান ৬। রৌদ্রতাপ ৮। হরিদ্বারের কাছে এক তীর্থস্থান ৯। নারী।

সমাধান : ৩৪৫
পাশাপাশি : ১। অভিমান ৪। টহলদারি ৫। সরকার ৭। পদাতিক ৯। বরখেলাপ ১০। ইন্দিবর।
উপর–নীচ : ১। অবিশ্বাস ২। নটবর ৩। উদারনীতি ৬। রঞ্জন রশ্মি ৭। পইপই ৮। কবুতর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

এসএসসি'র বিজ্ঞাপন নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের বেলায় SLST এর মাধ্যমে ৩৫,৭২৬ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ মের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও শিক্ষামহল, আইনজীবি, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক অভিযোগ উঠছে। আইনজ্ঞদের চোখে এইসব অভিযোগ উঠেছে: (১) সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল পুরনো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নিতে হবে। কিন্তু স্কুল শিক্ষা দপ্তর ২০২৫ সালের নতুন বিধি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতায় থাকবে ১০ নম্বর, পড়ানোর অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর, ইন্টারভিউয়ের জন্য ১০ নম্বর, লেকচার ডেমোনস্ট্রেশনের জন্য ১০ নম্বর। কিন্তু ২০১৬ সালের নিয়োগ বিধিতে ছিল– লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫৫ নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতায় থাকবে ৩৫ নম্বর ও পার্সোন্যালিটি টেস্টে থাকবে ১০ নম্বর। (২) ২০১৬ সালের বিধিতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ও বি.এড.এর জন্য আলাদা বরাদ্দ নম্বর ছিল। কিন্তু ২০২৫ সালের বিধিতে শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ রেখেছে। (৩) ২০১৬ সালের বিধিতে ইন্টারভিউয়ে ছিল ১০ নম্বর, ২০২৫ সালের বিধিতে ইন্টারভিউয়ে ১০ নম্বর ও লেকচার ডেমোনস্ট্রেশনের জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের অভিযোগের ফলে কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকা ও কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষক–শিক্ষিকাদের চাকরির সুযোগ বেশি থাকবে। কারণ ওঁরা স্কোরে এগিয়ে থাকবেন। (৪) শূন্যপদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে সংরক্ষিত ক্যাটেগরির শূন্যপদের কথা কিছু বলা হয়নি।

WBCS পরীক্ষা UPSC'র ধাঁচে নয় পরীক্ষা হবে পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেরা সেরা পদে চাকরির জন্য প্রতি বছরই ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নেওয়া হয়। এইসব পরীক্ষা হয় পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। ২০২৫ সাল থেকে ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার সিলেবাস বদল হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ২৮ নভেম্বর নবান্ন থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার সিলেবাস বদল হবে না। আগামী দিনেও সিলেবাস বদলের কোনও সম্ভবনা নেই। পরীক্ষা দিতে হবে পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ২টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার উপযোগী সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করার জন্য ২০২৫ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য WBCS (Exe) etc. পরীক্ষার নতুন সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির সূচনা করার যে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি স্থগিত ছিল সেটিই বহাল থাকছে। অয় শেরীয়া পদ্ধতি বিষয়ে আগামী দিনে অনুষ্ঠিতব্য WBCS (Exe) etc. পরীক্ষার্থীরা বাংলা, হিন্দি, নেপালী, উর্দু ও সাঁন্তাড় ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবেন। রাজ্য সরকার আগে জানিয়েছিল, ২০২৫ সাল থেকে ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষা হবে ইউ.পি.এস.সি.র সিলেবাস ধাঁচে। সেইমতো পি.এস.সি. কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত গেজেটও প্রকাশ করে। ইউ.পি.এস.সি.র ধাঁচে পরীক্ষা হলে ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমে যাবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার্থীরা খুবই খুশি। এখনো ২০২৪ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি বেরোয়নি। অথচ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হয়েছে এবছর ৭ সেপ্টেম্বর। খুব শিগগিরই ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি বেরোতে চলেছে। ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার পুরনো সিলেবাস নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল:

ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষায় হয় প্রধানত ৩টি ধাপে: প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, মেনস পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ।

লিখিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকে জেনারেল স্টাডিজ"এর ২০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের একটি প্রশ্নপত্র। এর প্রতিটি প্রশ্নে থাকে ১ নম্বর ও সময় থাকে মোট আড়াই ঘন্টা। এই মাল্টিপল চয়েজ পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় থাকে এই ৮টি বিষয় ও প্রতিটি বিষয়ে থাকে ২৫টি করে প্রশ্ন: (১) ইংরিজি কম্পোজিশন, (২) জেনারেল সায়েন্স, (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক ঘটনা, (৪) ভারতের ইতিহাস, (৫) পশ্চিমবঙ্গ–সহ ভারতীয় ভূগোল, (৬) ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, (৭) ভারতের জাতীয় আন্দোলন, (৮) জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি।

'মেনস'এ ১,২০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকে এই ৬টি আবশ্যিক বিষয়: (১) প্রথম পত্র: বাংলা/হিন্দি/উর্দু/ নেপালী/সাঁন্তাড় – চিঠি লেখা (১৫০ শব্দের মধ্যে) / ২০০ শব্দের মধ্যে রিপোর্ট ড্রাফটিং করা, প্রেসি লেখা, কম্পোজিশন, ইংরিজি থেকে বাংলা /হিন্দি/উর্দু/নেপালী/সাঁন্তাড় ভাষায় অনুবাদ।

(২) দ্বিতীয় পত্র : ইংরিজি চিঠি লেখা (১৫০ শব্দের মধ্যে)/২০০ শব্দের মধ্যে রিপোর্ট ড্রাফটিং করা, প্রেসি লেখা, কম্পোজিশন, বাংলা/হিন্দি /উর্দু/নেপালী/সাঁন্তাড় থেকে ইংরিজি ভাষায় অনুবাদ।

(৩) তৃতীয় পত্র: জেনারেল স্টাডিজ–।(ন্যাশনাল মুভমেন্ট–সহ ভারতীয় ইতিহাস আর পশ্চিমবঙ্গ স্পেশাল রেফারেন্স–সহ ভারতের ভূগোল)।

(৪) চতুর্থ পত্র: জেনারেল স্টাডিজ–।। (সায়েন্স ও সায়েন্টিফিক ও টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স)।

(৫) পঞ্চম পত্র: ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় অর্থনীতি (রিজার্ভব্যাঙ্কের ভূমিকা ও কার্য)।

(৬) ষষ্ঠ পত্র: অ্যারিথমেটিক ও টেস্ট অফ রিজনিং। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ২০০ নম্বর ও প্রতিটি পেপারে সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

আবশ্যিক প্রথম পত্র: বাংলা/হিন্দি/উর্দু/ নেপালী/সাঁন্তাড় আর দ্বিতীয় পত্র: ইংরিজি বিষয়ের প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের। আর বাকি ৪টি আবশ্যিক বিষয়ের প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ (এম.সি.কিউ.) টাইপের।

অপশনাল পেপার: এরপর হবে ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা। A ও B গ্রুপের বেলায় ৪০০ নম্বরের ১টি ঐচ্ছিক বিষয়ে ২টি পেপারের পরীক্ষা হবে। প্রতিটি পেপারে থাকবে ২০০ নম্বর। C ও D গ্রুপের বেলায় কোনো ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে না। পার্সোন্যালিটি টেস্ট: A ও B গ্রুপের বেলায় ২০০ নম্বরের, C গ্রুপের বেলায় ১৫০ নম্বরের আর D গ্রুপের বেলায় ১০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে ১৯৭ সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আনুমালা : নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাকরাপাড় গুজরাট সাইট স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি/ সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি / টেকনিশিয়ান পদে ১৯৭ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি / টেকনিশিয়ান (এস.টি. /টি.এম.) (ক্যাটেগরি–।।) প্ল্যান্ট অপারেটর: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য।

মাধ্যমিকে ইংরিজি অন্যতম বিষয় থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ২০,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২২,০০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ২১,৭০০ টাকা স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি (এস.টি. / টি.এন.) মেন্টেনার: অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান / ফিটার / টার্নার/ ওয়েল্ডার / ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক /মেশিনিস্ট/ ওয়্যারম্যান/ ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ইনফর্মেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সিস্টেম মেন্টেন্যান্স / কার্পেন্টার/ প্লাম্বার/ ম্যাসন/ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট (অন্তত ২ বছরের) কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। ১ বছরের আই.টি.আই. কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ২০,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২২,০০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ২১,৭০০ টাকা। ওপরের দুই পদে মোট শূন্যপদ: ১৬৬টি (জেনাঃ ৬৭, ই.ডব্লু.এস. ১৬, ও.বি.সি. ৪৬, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ২৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৭টি।

ক্যাটেগরি–। স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি/সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ডিপ্লোমা হোল্ডার্স): মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। উচ্চমাধ্যমিকে ইংরিজি একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ২৪,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২৬,০০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ৩৫,৪০০ টাকা। স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি/সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (এস.টি./এস.এ.) (ক্যাটেগরি –1) কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স: ফিজিক্স প্রধান বিষয় ও কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি সহায়ক বিষয় হিসাবে নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। কেমিস্ট্রি প্রধান বিষয় ও ফিজিক্স, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি সহায়ক বিষয় হিসাবে নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয়ের প্রতিটিতে ওই শতকরা হারে নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্ক বিষয় থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড

প্রথম বছর মাসে ২৪,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২৬,০০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ৩৫,৪০০ টাকা। ওপরের দুই পদে মোট শূন্যপদ ১১টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২)। অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–। (সি অ্যান্ড এম.এম.): মোট অন্তত ৫০% নম্বর

পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। কম্পিউটারে ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। মাইনে, ২৫,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫টি (ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১)। অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–। (এইচ.আর.): মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। কম্পিউটারে ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। মাইনে, ২৫,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯টি (জেনাঃ ৩, ইডব্লুএস. ১. ও.বি.সি. ৫)। অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–। (এফ. অ্যান্ড এ): মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে।

কম্পিউটারে ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। মাইনে, ২৫,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ২. ও.বি.সি. ৩)। ওপরের সব পদের বেলায় তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NPCIL/ KAKRAPAR GUJARAT SITE/HRM/01/2025. প্রার্থী বাছাই হবে প্রিলিমিনারি টেস্ট ও অ্যাডভান্সড টেস্টের মাধ্যমে। স্টাইপেন্ডিয়ারি ট্রেনি/সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (এস.টি/এস.এ.) (ক্যাটেগরি –।) পদের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সফল হলে অ্যাডভান্স টেস্টে থাকবে ২ ঘণ্টার পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.npcil-careers.co.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেইনাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১৫০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন।

তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

পাত্রী চাই
পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। পিতা প্রয়াত। ছেলের নাম রাহুল রায়। এমবিএ পাশ। বয়স ৩৪। গৌত্র : কাশ্যপ (কায়স্থ)। দঃ ২৪ পরগনার মহেশতলায় পাত্রের নিজ বাড়ি ও বাটানগরে কাপড়ের দোকান। ফোন নম্বর : ৭৩৬৪৮০৫০৩৯। শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুন্দরী কায়স্থ অনূর্ধ ২৭ পাত্রী চাই।

নাম পরিবর্তন
আমি ইংরাজী 19/05/2025 তারিখ মহামান্য আলিপুর 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিট বলে BINEESH KUMAR VC থেকে BENISH KUMAR VC নামে পরিচিত হলাম।

বন্ধ হল মডার্ন ইন্ডিয়া কনকাস্ট, পথে ২৫০ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলে বন্ধ হয়ে গেলো মডার্ন ইন্ডিয়া কনকাস্ট লিমিটেড এর স্পঞ্জ আয়রন কারখানা। আচমকা উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক কাজ হারালেন। ইতিমধ্যেই ঠিকাদারদের হাতে লিখিত নোটিস তুলে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ চরমে।

কারখানার এক আধিকারিক ফোনে জানান, ‘চালুর পর থেকেই কারখানাটি লোকসানে চলছিল। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ এর দাম কমানোর আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই উৎপাদন বন্ধ করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের সব বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।’এই খবরে দ্বারিকা–গোঁসাইপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্য্যালয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। তৃণমূল কংগ্রেস কার্য্যালয়ের সামনে জমায়েত করে তারা দাবি তোলেন, যেন অবিলম্বে কারখানা খুলে দেওয়া হয় এবং তাদের পুনঃনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের দাদাগিরি, তোলাবাজি আর চুরি এই রাজ্যে কোনও শিল্প টিকতে দিচ্ছে না এই সরকার। তৃণমূলের শিল্প বলতে গরু চুরি শিল্প কয়লা চুরি শিল্প আর বালি চুরি শিল্প। সিপিএমের বক্তব্য, তাদের আমলে তৈরি হওয়া শিল্প আজ তৃণমূলের তোলাবাজি ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক দামের কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে মালিক কর্তৃপক্ষ।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের এক নেতা বলেন, ‘আমরা দ্রুত এই কারখানাটি পুনরায় চালুর ব্যবস্থা নিচ্ছি। এত শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ুক, তা হতে দেব না।’এক সময় নতুন করে জেগে ওঠা দ্বারিকা শিল্পাঞ্চল আবার কি ঝিমিয়ে পড়বে ? প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল কি রাজ্যে শিল্প বন্ধ করতে ক্ষমতায় এসেছে? নাকি এও আরও এক বন্ধ কারখানার তালিকায় যোগ হলো? উত্তর অনিশ্চিত।

আইনি জটিলতায় আটকে রাস্তা সংস্কার বাসিন্দারা নিজেরাই সারালেন রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটার চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া এলাকা। দীর্ঘ এগারো বছর ধরে এই এলাকার ১০০ মিটার রাস্তার একবারে বেহাল দশা। বারবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই অগত্যা রাস্তা সারাইয়ের কাজে চাঁদা তুলে হাত লাগালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ‘প্রত্যেক বাড়িতেই বয়স্ক মা–বাবা আছেন। ছোট ছোট ছাত্র–ছাত্রীরাও রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে রাস্তার এমন বেহাল পরিস্থিতির কারণে হাসপাতাল যাওয়া, বাজারঘাট করা, অফিসে–কাছারি ও স্কুল–কলেজ যাওয়া রীতিমত যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। জনৈক প্রবীণ নাগরিক বলেন, আমরা পঞ্চায়েতে গিয়ে অভিযোগ জানানোর পর, পঞ্চায়েত থেকে মিটিং করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস জানানোর পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। ইতিমধ্যে বর্ষা এসে গিয়েছে। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে হাঁটু জল ও কাদা ভেঙে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভ্যান–রিক্সা যাবার মত পরিস্থিতিও নেই। অথচ এটাই আমাদের এই এলাকার প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলে।’ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শান্তনু রায় বলেন, ‘এই ১০০ মিটার রাস্তা বাদে এলাকার সমস্ত রাস্তাই ভালো। ২০২৩–২৪ অ্যাকশন প্ল্যানে আমি রাস্তাটা দিয়েছিলাম। আবারও তা রিপিট করছি।’ কিন্তু প্রধান বলেন, আমার ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারিনি। তবে স্থানীয় মহিলারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কাজটা করে নিয়েছেন স্ব–ইচ্ছায়। গাইঘাটা ব্লকের বিডিও নীলাদ্রী সরকার বলেন, ‘খারাপ রাস্তা নিয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে। তাই বার বার অনুমোদন আসলেও আইনী জটিলতার কারণে রাস্তাটার সংস্কার সম্ভব হয়নি। আদালতের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রশাসনিকভাবে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা যাবে না।’ তবে আইনী জটিলতা কাটিয়ে কবে যে সরকারিভাবে এই রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে সেই দিকে তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জলধাপা মুলটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আজও হলো না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের জলধাপা মুলটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আজও সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেনি। সংবাদে প্রকাশ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সম্পাদিকা শ্রীমতি অমিতা মান্না বহুদিন আগেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জমি হস্তান্তর করেছেন। সভাপতি শ্রীব্রজকিশোর মান্না জানালেন, জমি হস্তান্তরের সময় মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকর্তা আলিপুর ডিভিসানের একজিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও স্থানীয় বিডিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হবার পরও তাঁদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী না হওয়াতে স্থানীয় জনসাধারণ যথেষ্ঠ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। জানা গেল, এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু হলে প্রায় ৩৪/৪০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

৯ম বর্ষ, ৭ জুন ১৯৭৫, শনিবার, ২৮ সংখ্যা

কামড়াঘাটের বেহাল রাস্তা, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এটা রাস্তা না ড্রেন? পথচলতি মানুষের একটাই প্রশ্ন। প্রশাসন কি ঘুমিয়ে আছে? এমনি দৃশ্য চোখে পড়বে ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকের ময়ূরেশ্বর থেকে কামড়াঘাট পর্যন্ত। খানাখন্দে ভরা বেহাল রাস্তা। বিভিন্ন যাত্রীবাহী যানবাহনগুলি চলছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে– এমনি অভিযোগ এলাকার ৮–১০টি গ্রামের বাসিন্দাদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়ূরেশ্বর থেকে কামরাঘাট পর্যন্ত ৭কিমি রাস্তাটি বীরভূম জেলাপরিষদের অধীন। এই রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর নিম্নমানের মশলা দিয়ে সংস্কার করা হয় রাস্তাটি অনেকবছর আগে। ওভারলোড ভারী ভারী পাথর ও বালি ভর্তি ট্রাক, ডাম্পার ও ট্রাক্টর চলাচলের ফলে রাস্তাটি বর্তমানে চলার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে খালগুলোতে জল জমে ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলে, এই এলাকার ময়ূরেশ্বর, শুকনা, ব্রাহ্মণবহড়া, পেপুলগ্রাম, কালিকাপুর, সিঙ্গারি, রামভদ্রপুর ও কামরাঘাট সহ সহ আরো কয়েকটি গ্রামের মল্লারপুর যাবার নির্ভরযোগ্য এই রাস্তাটি। মল্লারপুর স্টেশন, হাটবাজার, হাসপাতাল, সিউড়ি ও রামপুরহাটের অফিস আদালত ও স্কুল কলেজের পড়ুয়া থেকে সকলেই প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। ব্রাহ্মণবহড়া গ্রামের কল্যাণ নন্দী সহ এলাকার মানুষের দাবি অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করতে হবে জেলা পরিষদকে। এলাকার সিপিএম নেতা অজয় বাগদি বলে, ‘আমরা এই রাস্তাটি মেরামত করার দাবিতে বার বার ব্লকে ডেপুটেশন ও স্থানীয় বিধায়ককে দাবি জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি। অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবো।’

আবগারি অফিসের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রকাশ্যে চলছে পুকুর ভরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : আইনকে বুড়ো আঙুল রাজ্যে আনাচে কানাচে পুকুর ভরাটের কাজ চলছে রমরমিয়ে। এবার বারুইপুরের হরিহরপুর পঞ্চায়েতের কেয়াতলা এলাকায় বারুইপুর–আমতলা রাস্তার ধারে পিডব্লুডিয়ের দেওয়া গার্ডরেল ভেঙে টিন দিয়ে ঘিরে সাদা বালি ফেলে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। খোদ বারুইপুর কলেজের পাশেই বারুইপুর আবগারি দপ্তরের অফিসের পাঁচিল ঘেঁষে দেওয়া হয়েছে টিন। রাতের অন্ধকারে ও সকালে সাদা বালি এনে ফেলা হচ্ছে এই টিনের ঘেরা অংশের পুকুরে। স্থানীয়রা বলেন, এর আগেও কল্যাণপুর পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর ভরাট হলেও কোনোও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুকুর ভরাট করেই আবাসন, বালি সিমেন্টের কারখানা গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি হরিহরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কমল মিত্র বলেন, ‘এটা শালী রেকর্ড জমি। পুকুর ভরাট হচ্ছে না। তবুও খতিয়ে দেখা হবে। রেকর্ডে পুকুর থাকলে বন্ধ করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত অন্যায় কাজ বরদাস্ত করবে না।’

মেলেনি বাংলা আবাস যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি ১নং ব্লকের বাউটিয়া গ্রামে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে ভগ্নদশায় একটি কুঁড়েঘরে বাস করছে, যার ছাউনি খড়ের,কখনো কখনো ত্রিপল দিয়ে মেরামত করা হয়। মাটির দেয়াল ভাঙা ফাটা। ঝড় বৃষ্টির সময় তাদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও সরকারের তরফে কোনো সুবিধা পায়নি বলে অভিযোগ, গ্রামের মেম্বারের কাছে বারবার অভিযোগ জানালেও কোনো ফল মেলে নি।

বাল্যবিবাহ রোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরীফের মনসাপুকুর এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে আটকে হোমে পাঠালো পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বাসন্তী থানার ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের গরাণ বোস এলাকার বছর ১৪ বয়সের এক নাবালিকা ঘুটিয়ারি শরিফের খুরশিদা লস্করের বাড়িতে পালিয়ে এসে জানায় সামাজিক মাধ্যমে তার ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তার বাবা–মা, তাই সে পালিয়ে এসেছে। নাবালিকার পরিবার বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে, তদন্তে জানা যায় মেয়েটি খুরশিদা লস্করের বাড়িতেই রয়েছে। পরবর্তীতে আদালতে তোলা হলে বিচারকের নির্দেশে নাবালিকাটির মেডিকেল পরীক্ষা সহ তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

এবিষয়ে খুরশিদা লস্কর বলেন, ‘মেয়ের বাড়ির অত্যাচারে মেয়ে পালিয়ে এসে জানিয়েছিল তাকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেইমতো আমরা তাকে আশ্রয় দিই। মেয়ের ১৮ বছর হলেই তবেই আমরা আমাদের ছেলের সাথে বিয়ে দেব, এই বিষয়ে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি।’

ট্রাফিকদের সামার কিট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত পুলিশ জেলার উদ্যোগে সম্প্রতি ট্রাফিক পুলিশদের ‘সামার কিট’ দেওয়া দল গরমের দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে। রাস্তায় সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রোদ, ঝড়, জল উপেক্ষা করে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে যাদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা যাতে এই পরিস্থিতিতে কোনওভাবে অসুস্থ হয়ে না পড়েন, তার জন্যই বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া এই অভিনব পরিকল্পনা নেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসপি প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া, অতিরিক্ত এসপি স্পর্শ নিরাঙ্গী সহ বারাসত–হাবড়া এসডিপিও দ্বয়, বিভিন্ন ট্রাফিক ওসিগণ এবং অন্যান্য পুলিশ ও সিভিক কর্মীবৃন্দ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, ‘আজ ৬৩৫টি সামার কিট তুলে দেওয়া হল সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক কর্মীদের হাতে।’ পুলিশ সুপার বলেন, ‘ট্রাফিক কর্মীরা যে কোনও দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। জেলার সুপার হিসেবে মানবিকতার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ।’

সাইবার জালিয়াতির টাকা ও হারানো ফোন উদ্ধার

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : সম্প্রতি ৩৪ জন মানুষকে তাদের হারানো ফোন ও সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়ে খোয়ানো ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের বলাগড় থানা। এই উপলক্ষে বলাগড় থানায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, সিআই মগরার সৌমেন বিশ্বাস, বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্র সহ অন্যান্য অফিসার ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের মালিক ও সাইবার জালিয়াতিতে টাকা খোয়া যাওয়া মানুষরা।

অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র বলেন, ‘আমাদের থানাগুলির সাইবার সেল ও তদন্তকারী অফিসারেরা যথেষ্ট শক্তিশালী তারা নিরলস পরিশ্রম করে। এভাবে বহু খোয়া যাওয়া মোবাইল ফোন সাইবার জালিয়াতির টাকা উদ্ধার করে অভিযোগকারী ব্যক্তিদের কাছে ফিরিয়ে দিল। ভবিষ্যতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ যেকোনও প্রয়োজনে মানুষের পাশে থাকবে। তবে মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে, এলাকায় সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে ও এই দায়িত্ব সাধারণ মানুষকে পালন করতেই হবে।

ইলিশে অনিশ্চয়তা

রবীন দাস, নামখানা: গত কয়েক বছর ধরে নদী ও সমুদ্রে সেভাবে ইলিশ মাছের দেখা নেই। এক প্রকার লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে বহু ট্রলার মালিককে। তাই এ বছর সব ট্রলারের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বর্তমান ট্রলারগুলির মেরামতের কাজ চলছে। জাল সারাইয়েরও কাজ চলছে। ১ মাস পর ইলিশ মাছ ধরার জন্য গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবে এই ট্রলারগুলি। তার আগেই সব প্রস্তুতি সেরে নিতে ব্যস্ত মৎস্যজীবীরা। ট্রলার মালিকদের দাবি, প্রথম পর্যায়ে যদি ভালো মাছ হয়, তাহলেই বাকি ট্রলারগুলোকে মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে নামানো হবে। যদিও মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার উপর নির্ভর করবে এবছর ইলিশ মাছ হবে কিনা। তবে এখনই তা বলা সম্ভব নয়। আরও কিছুদিন যাওয়ার পর বোঝা যাবে পরিস্থিতি কোন দিকে এগোচ্ছে।

পানীয় জলের সংকটে ভুগছে পুণ্যার্থী থেকে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগর মেলার আগে কপিলমুনির আশ্রমের সামনে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের তরফে বসানো হয়েছিল ওয়াটার এটিএম। বেশ কয়েকদিন সেই ওয়াটার এটিএম থেকে পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছিল পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন। এখন আর মিলছে না পানীয় জল। বহুদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে এটিএম। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুন্যার্থী থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ গঙ্গাসাগর মেলার আগে এই ওয়াটার এটিএম মেশিনের উদ্বোধন করেছিল সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। মেলা কেটে যাওয়ার পর থেকে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। এই বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়েই বলেন, ‘কিছু যান্ত্রিক গলযোগ হয়েছে। কপিলমুনির আশ্রমের সামনে যে ওয়াটার এটিএম মেশিন দেখভাল করে জিবিডিএ। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও একটা ওয়াটার এটিএম মেশিন দেখভাল করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে কই ওয়াটার এটিএমগুলো। আমরা দ্রুত সারানোর ব্যবস্থা করছি।’ তবে এই বিষয়ে বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস জানান, ‘এই সমস্যা দীর্ঘদিনের, মেলার সময় ঘটা করে মন্ত্রী ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে একএকটা ওয়াটার এটিএম মেশিন বসিয়েছেন। মেলার সময় মানুষ জল পেলেও এখন আর জল পাওয়া যাচ্ছে না। পুরোটাই কাটমানির ব্যাপার।’ দ্রুত এই এটিএম মেশিন সারিয়ে তোলার দাবী জানাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

ট্রলারে লাগানো হচ্ছে ট্রানসপন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: স্যাটেলাইট বেস্‌ড মেরিটাইম সেফটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ডিভাইস অর্থাৎ ট্রানসপন্ডার লাগানো হল কাকদ্বীপ মহকুমার ট্রলারগুলিতে। এই মেশিনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে যে কোন বিপদ সংকেত উপকূলে পাঠানো যাবে, এর জন্য কোনো মোবাইলের টাওয়ার লাগবে না। এছাড়াও সমুদ্রে মাছের ঝাঁক কোথায় রয়েছে তা বোঝা যাবে। কাকদ্বীপ মহকুমায় মোট ৩০০টি ট্রলারে প্রাথমিকভাবে লাগানো হবে এই ট্রান্সপন্ডারগুলি। মৎস্যজীবীদের দাবি, এই মেশিনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কমানো যাবে।

ট্রলারের মাঝি গান্ধী দাস জানান, বিগতদিনে আমাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এই মেশিন লাগালেই সে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কোন সমস্যার হলে তারা আগে থেকেই জানতে পারবে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র জানান, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় অবশেষে আমাদের এই মেশিনটি ট্রলারে ট্রলারে লাগানো হচ্ছে, তবে পরীক্ষামূলকভাবে ৩০০টি ট্রলারে এইমাত্র লাগানো হল। বিগতদিনে সমস্ত ট্রলারের মাঝে মালিক সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ট্রলারে এই মেশিন লাগানো হবে।’

নিখোঁজ বিধায়ক পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দীঘি: নিখোঁজ বিধায়ক। এলাকায় এমনই পোস্টার পড়াতে চাঞ্চল্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘীর কৌতলা তেঁতুলতলা এলাকায়। ৪ জুন সকালে এলাকার মানুষজন দেখতে পান এলাকায় বেশ কয়েকটি জায়গায় পোস্টার মারা রয়েছে। লেখা রয়েছে রায়দিঘী এলাকা থেকে নিখোঁজ বিধায়ক অলক জলদাতা। অবশ্য এই ঘটনায় বিধায়ক বলেন, ‘সারাটা বছর আমি এলাকায় কাজ করছি এবং আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি চলছে। বিরোধীরা চক্রান্ত করে এই ধরনের পোস্টার মারতে পারে এলাকায়।’

বীরভূমে ট্রেনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূম জেলার উত্তরপ্রান্ত রাজগ্রাম, মুরারই, লোহাপুর, সাদীনপুর, চাতরা, বাঁশলৈই, তকিপুর, নলহাটি এলাকা থেকে জেলা সদর সিউড়ি আসার জন্য সরাসরি কোনো লোকাল ট্রেন নেই। বাসে আসতে সময় লাগে প্রায় ৩ থেকে ৪ ঘন্টা। নেই পর্যাপ্ত বাসও। ফলে প্রচন্ড সমস্যায় পড়ে ওই সমস্ত এলাকার বাসিন্দারা। অন্ডাল–সাঁইথিয়া, রামপুরহাট–বারহারোয়া, আহমেদপুর–কাটোয়া, দুমকা–রামপুরহাট সহ বীরভূম জেলার সমস্ত রুটেই সাধারণ যাত্রীদের ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি বা রেলদপ্তরের কোন হেলদোল নেই এমনি অভিযোগ জেলাবাসীর। জেলার নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, ‘করোনা পরবর্তী সময় থেকে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে বারাণসী–শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, রাজগীর–হাওড়া ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, মালদা টাউন–বর্ধমান লোকাল, আসানসোল–মালদা টাউন দ্বিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, বারহারোয়া–শিয়ালদহ বামদেব প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছে।’ নেই পর্যাপ্ত লোকাল ট্রেন। রাজগ্রাম নাগরিক মঞ্চ সদস্য আসগার আলি বলেন, এরকারণ কবিগুরুর বিচরণভূমির নিরীহ প্রাণী আমরা। আমাদের মধ্যে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, অসহিষ্ণুতা নেই। আমরা শান্তিপ্রিয় নিরীহ জীব। কর্তারা যাহা দয়া করিয়া দান করেন তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। রেলদপ্তর বা নেতারা আমাদের এই মানসিকতা ভাল বোঝে তাই বীরভূমের রেল যোগাযোগের ব্যাপারে এতটা নিস্পৃহ, এতটা উদাসীন। এই বঞ্চনা, অবহেলা, নিস্পৃহতা উধাও হয়ে যাবে যদি জেলাজুড়ে সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। বীরভূম মানে শুধু বোলপুর শান্তিনিকেতন নয় কিংবা তারাপীঠ রামপুরহাট নয়। কেউ যান কঙ্কালীতলা, লাভপুরের ফুল্লরাতলা, ভদ্রপুরের আকালীপুর, বক্রেশ্বর, চিনপাই নীলনির্জন জলাধার আবার কারো গন্তব্য প্রাচীন ঐতিহাসিক জনপদ রাজনগর, হেতমপুর রাজবাড়ি। কেউবা আসে পাইকর ও মুরারই কনকপুর দেবী অপরাজিতা দর্শনে। রেল যোগাযোগ ঠিক থাকলে বীরভূমের পর্যটন শিল্প উন্নতি লাভ করত পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের রুটি রুজির সুরাহা হত। তাই রেল সুবিধার জন্য রাজ্য সরকারের সচেষ্ট হওয়া দরকার। বিশেষত বীরভূমের যে তিনজন সাংসদ রয়েছেন, তাদের রেলের এই বঞ্চনার প্রতিবাদে সংসদে তুলে ধরতে হবে।’

ডুমা সমবায় সমিতি দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটার শশাডাঙা ও বর্ণবেড়ীয়ার পর এবার আরও একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে হেরে গেল রাজ্যের শাসকদল। গাইঘাটার ডুমা ফিসারমেন্স কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড সমবায় সমিতি ছিনিয়ে নিল বিজেপি। ৯টি আসন বিশিষ্ট এই সমবায় সমিতিতে ৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি এবং ৯টিতেই প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। ৪ জুন সবাইপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠে নির্বাচন সংঘটিত হয়। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যায় ৯টি আসনের মধ্যে ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপী প্রার্থীরা ও ৩টি আসনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা।

গঙ্গায় তলিয়ে ২ যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তারা মা ঘাটে ৫ জুন সকালে গঙ্গায় তলিয়ে গেল ২ যুবক। প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু নন্দলালের কথা অনুযায়ী, তার বাইকে চেপেই তার ২ বন্ধু, যারা তিনজনেই খাদ্য সরবরাহের কাজ করে এরা প্রত্যেকেই গার্ডেনরিচ থেকে রবীন্দ্রনগরের তারামা ঘাটে স্নান করবার উদ্দেশ্যে এসেছিল। বাকি দুই যুবকের নাম গোলাম রসুল(২৩) গার্ডেনরিচ শ্যামলাল লেনের বাসিন্দা এবং মোহাম্মদ ইরফান(২১) গার্ডেনরিচ, বাতিকল এর বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, তিন যুবকের কেউই সাঁতার জানতো না যার ফলে গঙ্গায় জোয়ার থাকায় নিমিষেই তলিয়ে যায় দুই যুবক। বিপদ বুঝতে পেরেই নন্দলাল তড়িঘড়ি ওপরে উঠে আসে। সেই বাড়ির লোকদের এবং থানায় খবর দেয়। রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ পৌঁছে নৌকার মাধ্যমে ২ যুবকের তল্লাশি শুরু করে। ওইদিনই বিকালে ভাঁটার সময় তাদের দুজনের দেহ উদ্ধার করে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাখরাহাট: ৬ জুন দক্ষিণ শহরতলীর ঠাকুরপুকুর–বাখরাহাট রোডের রসপুঞ্জ চড়কতলার কাছে ৭৫ ও এসডি–৮ বাসের মধ্যে রেষারেষি চলার সময় এসডি–৮ বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই সময় বাসে ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশ কয়েকজন যাত্রী গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তিদের সামালি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।। পরবর্তী সময়ে অনেককে কলকাতার হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রাণহানির কোন খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজনই আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুথানার পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পিছিয়ে পড়া কলেজ ন্যাকের বিচারে পেল ‘বি গ্রেড’

সুভাষ চন্দ্র দাশ, জীবনতলা: ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের জীবনতলার রোকেয়া মহাবিদ্যালয় তাক লাগানো ফলাফল করে এই প্রথম ন্যাকের তরফে ‘বি গ্রেড’ পেল।

২০০৭ সালের এই কলেজের পঠন–পাঠন শুরু হয়। স্থানীয় একটি স্কুলের দুটি রুম নিয়েই বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছে কলেজের পঠন পাঠন। সেভাবে ছিল না কোনও পুরো সময়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা। তারপর নতুন বিল্ডিং আর ধীরে ধীরে পরিকাঠামো উন্নয়ন করে অবশেষে ন্যাক করার পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয় জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয় তরফ থেকে। সেইমতো প্রায় দেড় বছর ধরে চলে ন্যাক ভিজিটের প্রস্তুতি। ১৯ এবং ২০ মে ২দিন ধরে চলে ন্যাকের অতিথিদের ভিজিট। ফলাফল এসে পৌঁছায় রাজ্যের অন্যান্য কলেজের সঙ্গে জীবনতলা কলেজেও। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ন্যাকের সদস্যরা আর সশরীরে ভিজিট করবেন না সারা দেশের কোন কলেজে। মার্চ মাস থেকে নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। যে নিয়মগুলি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে, সমগ্র দেশ জুড়ে। সেই নিয়ম এই প্রথম রাজ্যের যে ১৩ টি কলেজে অনলাইন ভিজিট হল তার মধ্যে জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয় ছিল অন্যতম একটি কলেজ। তবে প্রত্যেকটি কলেজ অনেক পুরনো এবং জিবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয় থেকে পরিকাঠামো এবং আর্থিকভাবে অনেক বেশি স্বাবলম্বী। আর্থিক ও পরিকাঠামোগত দুর্বলতা কাটিয়ে যেভাবে জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয় ন্যাকের বিচারে বি পেয়েছে তা সত্যিই অবাক করা। এ বিষয়ে জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অনুপ মাজী বলেন, ‘কলেজে আমি নতুন এসেছি। এখনো দু বছর হয়নি। আর তার মধ্যেই আমাদের ন্যাক করতে হয়েছে। ন্যাকের গাইড লাইন মেনে চললে এলাকার যেমন উন্নতি হবে তেমনি কলেজেরও আগামী দিনে আরো ভালো ফলাফল করা সম্ভব। আর যার ফলে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সম্ভব। আর পাঁচ বছর পর যখন আবার নতুন করে ন্যাকের মূল্যায়ন করা হবে তখন আরো ভালো ফলাফল করা যায় সেই লক্ষ্যে আমাদের এগোতে হবে।’

রায়দিঘির মনি নদীর বাঁধে ফাটল, আতঙ্কে এলাকাবাসী

অরিজিৎ মণ্ডল : দুর্যোগের কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির কুমড়োপাড়া এলাকার সিংহেরঘেরিতে মনি নদীর বাঁধে ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক মাস যাবত মনি নদীর বাঁধ এভাবেই ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে দুর্যোগের কারণে মনি নদীর বাঁধের ফাটল থেকে নোনা জল যে কোন মুহূর্তে লোকালয়ে ঢুকতে পারে আশঙ্কা এলাকার বাসিন্দাদের ফলে ক্ষতি হতে পারে চাষের জমি প্লাবিত হতে পারে এলাকা। এরই জেরে আতঙ্কে প্রহর গুনছে রায়দিঘির বাসিন্দারা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৭ জুন – ১৩ জুন, ২০২৫

ভোট –ভাবমূর্তি

বর্ষা এখনো সম্পূর্ণ রূপে বঙ্গে বর্ষণ আনেনি, তবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভোট গর্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

এ রাজ্যেও এখন ভোটের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। গরম গরম বক্তৃতার পাশাপাশি অকথা–কুকথার চির পরিচিত রাজনীতি জানান দিয়ে দেয় বাংলায় ভোট আসছে। আগামী বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। শাসক–বিরোধী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই জনগণের সমর্থন পেতে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কৌশলী প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞায় চেষ্টা করে ভোট ময়দানে জয়লাভ করতে। তবে সংসদীয় রাজনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিরোধীরা যত ঐক্যবদ্ধ হয় শাসকদলের পরাজয়ের সম্ভাবনা ততই বাড়ে। অন্যদিকে, আঞ্চলিক সাফল্য– সমস্যা– ব্যর্থতার পাশাপাশি বিরোধীরা যত ছত্রখান হয় শাসকের দাপাদাপি এবং জয় ছিনিয়ে আনা সহজ হয়। সরলীকরণের এই সূত্র ছাড়াও আছে এক এক্স ফ্যাক্টর, যা রামকে রহিম এবং রহিমকে রাম বানিয়ে রাজ্যপাটে অভিষিক্ত করে রাতারাতি। বিস্তারিত এইসব ভোট তত্ত্বে এবং তথ্যে না গিয়েও বলা যায় রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা সদর্থক পথে প্রশমিত হোক। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমশ একেকটা বহুজাতিক সংস্থার মতো কর্পোরেট হাউস হয়ে উঠছে। পেশাদারিত্বের ছোঁয়ায় মানুষের ব্যথা যন্ত্রণা বেদনা এবং সাফল্য হয়ে উঠছে পণ্য। ভোটবাজারে সেইসব বিক্রি করতে গিয়ে যান্ত্রিকতার দানবীয় স্পর্শ হারিয়ে দিচ্ছে মানবিক সম্পর্কের সোনালী দিনগুলিকে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দিনের পর দিন নানা ঘটনা দুর্ঘটনার নিয়ে যেমন চলে নানা দলীয় প্রতিনিধিদের বিশ্লেষণ তেমনি নানা কর্পোরেট হাউস গুলির এজেন্ডা সেট আর টার্গেটের মতোই শুধুই দলীয় আনুগত্যের পরাকাষ্ঠায় বলি হয় সুস্থ রাজনীতি, সুস্থ চেতনা। দলের এবং চ্যানেলের প্রচার ও টিআরপি বাড়ানোর তাড়নায় হারিয়ে যায় মানুষের ছোট ছোট দুঃখ, কষ্ট যা নিতান্তই সহজ সরল। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

রাস্তার ধারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে থাকা বয়স্ক বৃদ্ধা কিংবা শৈশব হারানো, কৈশোর হারানো শিশু কিশোরদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কতটুকু কর্মসূচি প্রকাশ্যে আসে কিংবা দেখতে পাওয়া যায়? ভিক্ষুক, ভবঘুরে কিংবা পথশিশুদেরও একটা ইতিহাস থাকে। শুধুই এনজিও কিংবা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ওপর দায় ও দায়িত্ব ন্যস্ত করে রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা দলীয় দায়িত্ব সারেন। ভোটবাজারে তাদের মূল্য না থাকায় দিব্যি চোখ বুজে উপেক্ষা করেন সব রাজনৈতিক দলগুলি। যখন কোনও ঘটনা ঘটে সেই সময় সোচ্চার হয়ে ওঠে পারস্পারিক দোষারোপের চিরাচরিত উন্মাদনা। অথচ প্রায় প্রত্যেকটি দলের ছোট বড় নেতারা বিভিন্ন উৎসব মেলা এবং দুর্গাপূজা কমিটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন এবং জনসংযোগ করেন। সম্মিলিতভাবে সেই অর্থের কিছু অংশ যদি পরিকল্পিতভাবে ভোটহীন মানুষগুলোর জন্য ব্যবহার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহলে প্রত্যক্ষভাবে যদিও বা না হয় পরোক্ষভাবে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবেই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

বশিষ্ঠ বললেন,– জ্ঞানভূমি সপ্তপদ বিশিষ্ট, অজ্ঞানভূমিও সপ্তস্তর বিশিষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য আরও অনেক পদভেদ আছে। পুরুষের ভোগবাসনা থেকে অজ্ঞানভূমির উদ্ভব, এবং শাস্ত্রোপদেশ অনুযায়ী শ্রবণ–মনন ইত্যাদি হতে জ্ঞানভূমি উৎপন্ন হতে থাকে। অজ্ঞানভূমি সম্পর্কে এইকথা বলা যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপে না থেকে বরং অহংভাবে অবস্থান করাই বন্ধন। স্বরূপ হতে বিচ্যুত হলে কল্পিত ও অসত্য জ্ঞেয় পদার্থে নিমগ্ন হতে হয়। এই বিষম মোহ ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে ১) বীজজাগ্রৎ ২) জাগ্রৎ ৩) মহাজাগ্রৎ ৪) জাগ্রৎস্বপ্ন ৫) স্বপ্ন ৬) স্বপ্নজাগ্রৎ ৭) সুষুপ্তি, এই সাতটি ভূমি লাভ করে। মায়াশক্তিধর চৈতন্যে ভাবী জগৎ–বীজের যে চিদাভাস তাকে বীজজাগ্রৎ অজ্ঞানভূমি বলে। নির্মল স্বরূপে চিদাভাসে প্রথম অজ্ঞান–কালিমা বীজজাগ্রৎ। জগৎ অঙ্কুরিত হয়ে আমি এই দেহ, আই বহু বিষয় ভোগ করব, এই এই বিষয়গুলি আমার ভোগ্য এই আকারে চৈতন্যের আকারিত হওয়াকে বলে জাগ্রৎ অজ্ঞানভূমি। ঐ জাগ্রৎভূমি ঘনায়মান হলে মহাজাগ্রৎ অজ্ঞানভূমি নামে পরিচিত হয়। মহাজাগ্রতের যে মনোময় রাজ্যবিস্তৃতি হয় তাকে জাগ্রৎস্বপ্ন নামে চিহ্নিত করা যায়। এই অজ্ঞানভূমিতে পুরুষ জগতবিষয়ে জাগ্রত এবং মনে মনে নানা ভোগের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে অনুভূত বিষয়ে নেতি, নেতি অর্থাৎ এ সত্য নয় এমন প্রত্যয়কে স্বপ্ন অজ্ঞানভূমি বলে। মহাজাগ্রৎ ভূমির কেন্দ্রস্বরূপ কণ্ঠ হতে হৃদয় পর্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী হল স্বপ্নভূমির স্থান। স্বপ্নকালে স্থূল শরীর অনুভবে অনুপস্থিত থাকে বলে দেহের প্রফুল্লতা থাকে না। অভিনিবিষ্টতা গভীর ও দৃঢ় হলে ঐ স্বপ্নই সত্যতায় পরিণত হয়, এবং মহাজাগ্রৎভূমির সাদৃশ্য লাভ করে, তখন তাকে বলে স্বপ্নজাগ্রৎভূমি। গভীর নিদ্রাকালে জীবের যে অস্তিত্বের অনুভবশূন্যতা, তাকে সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তিকালে বাসনাসমূহের কার্য্যবিলুপ্ত হয় না, দৃশ্যপদার্থও পরমাণুরূপে অবশান করে। এই সাতটি অজ্ঞানভূমিরও অনেক অনেক শাখা–প্রশাখা আছে। বিচারবলে নির্মল বোধস্বরূপ আত্মদর্শনে উক্ত অজ্ঞানভূমি অপসারিত হয়। এখন আমি সপ্ত জ্ঞানভূমির কথা বলছি, যা অবগত হলে মোহপথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সপ্তভূমির এই জ্ঞানকে বিজ্ঞজনেরা অববোধ বা বোধ বলেন। সত্য–অববোধ বা বোধ বা মুক্তি জ্ঞাপক এই জ্ঞানভূমি হলঃ– ১) শুভেচ্ছা, ২) বিচারণা, ৩) তনুমানসা, ৪) সত্তাপত্তি, ৫) অসংসক্তি, ৬) পদার্থভাবিনী, ৭) তুর্য্যগা। এই জ্ঞানভূমি সমূহ অধিগত হলে পুরুষ মুক্তি লাভ করে। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

সিঁদুর বিতর্কে ঐতিহ্যের বাংলায় সিঁদুরে মেঘ

সুবীর পাল

আচ্ছা মনে কি পড়ে নেতাজী ও গান্ধীজির দ্বৈরথের কথা। তাঁদের পারস্পরিক সম্বোধনে একটি কুশব্দ বা ব্যক্তি আক্রমণ ব্যবহৃত হয়েছে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছিলেন, ‘আমার রক্তে লোহা নয় বয়ে চলেছে গরম সিঁদুর।’

আলিপুরদুয়ারের সভামঞ্চে কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী? তিনি তো সরাসরি বলেছিলেন, বাংলার এই পবিত্র ভূমিতে সিঁদুর খেলা হয়। সিঁদুর মুছে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছিল জঙ্গিরা। অপারেশন সিঁদুরের সম্মানে দেশের সেনাবাহিনী বিক্রমের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে জঙ্গিদের। পাশাপাশি রাজনৈতিক ভাবে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,‘এই রাজ্যে আদালতের দখলদারি ছাড়া সমস্যার সমাধান মেলে না। সর্বস্তরে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। এভাবে কোন সরকার চলতে পারে না।’

প্রধানমন্ত্রীর নানা মন্তব্যের এটাই তো মূল নির্যাস। হতেই পারে রাজনৈতিক ভাবে শাসক দল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এ হেন আক্রমণ কখনই মেনে নিতে পারে না। সুষ্ঠু গণতন্ত্রে এই ভিন্নমতের পরিসর তো রয়েছেই। তা তো আমাদের রাজ্য সরকার ব্যবহার করতে চায়ের কাপের শেষ তলানিটুকুও চাটতে কসুর করে না। তা ভালো। এটাই তাদের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার।

কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেই রাজনৈতিক অস্ত্র যতটা না প্রয়োগ করলেন তার থেকে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি প্রধানমন্ত্রীকে কদর্য ভাবে ব্যক্তি আক্রমণ করে বসলেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পরপর নবান্নের প্রেসমিটে। কালিঘাটের ব্যক্তিগত বাড়ি বা পার্টির দফতর থেকে ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বললে তবু না হয় একটা পাল্টা যুক্তি খাড়া করা যেতে পারতো উনার ব্যক্তি সত্ত্বার স্বপক্ষে।

অগত্যা স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে তিনি কি করলেন? তাঁর পিছনে দুই দিকে দুটি জাতীয় পতাকা। মাথার উপরে বিশ্ব বাংলার সরকারি লোগো। এমন অ্যামবিয়েন্সে উনার মুখ নিঃসৃত মহাবাণী নির্দ্বিধায় শুনিয়ে গেলেন বিশ্ববাসীকে। কি? সত্যি এখন এটাই আমাদের ভাবতে হয়। ইতিহাস বা অতীত কি আমাদের নৈতিকতাকে এতটুকু সৌজন্য শিক্ষা দিতে পারেনি আজও। নেতাজীর জন্মদিনে বীরযোদ্ধার ছবিতে মালা পরাবো, অথচ এই আমরাই একই শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় থেকে খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন হাতে কাঁচা খিস্তির ফোয়ারা ছোটাবো, এটা কোন শিক্ষার নিদর্শন হতে পারে? হিসাব মিলছে না দোস্ত। যেমনটা যাবতীয় সৌজন্যতার হিসাব বারেবারে তছনছ করে দিচ্ছেন এ রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা নেতানেত্রীরা। একদা স্কুল শিক্ষিকা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যখন অসাংবিধানিক বুলি জলের তোড়ের মতো বইতে থাকে তখন বাস্তবিকই সমস্ত হিসাব তালগোল পাকিয়ে যায় বঙ্গবাসীর কাছে।

এই তো গত ২৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। সভা করতে। ঠিক তার প্রাক্ মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য তথা তাঁর সরকারেরই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ণ গুহ আচমকা বলে বসলেন, কেউ কেউ হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন। এখন কেউ কেউ হয়তো সিঁদুর ব্যবসা করছেন। এখন কারও রক্তের মধ্যে গরম সিঁদুর বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বেচবার জন্য একেবারে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছে। এটাই হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসলি রত্ন উদয়নবাবুর রাজনৈতিক মোকাবেলার করার কদর্যতম উপকরণ। উল্লেখ্য, রাজস্থানের লজ্জায় মাথা কাটা গেল বাংলার সুশীল সমাজের। একি বলছেন একজন মুখ্যমন্ত্রী। যে বচনের ফিতে কেটে ছিলেন উদয়ন গুহ তারই বিস্তারিত অ্যাম্পিফ্লাইয়িং করলেন নবান্নের চোদ্দতলার প্রশাসনিক কর্ত্রী। নরেন্দ্র মোদীর প্রতি তাঁর বিষোদ্গার, একসময় নিজেকে বলতেন চাওয়ালা। পরে বলতেন পাহারাদার। এখন বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় নাকি। সিঁদুর হলো মা বোনদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচে, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে এসব দেখা যায় না। লজ্জা করে না বলতে। প্রত্যেক মহিলা তাঁদের স্বামীর কাছ থেকে সিঁদুর নেন। এমন ভাবে বলছেন, আপনি কিন্তু সবার স্বামী নন। আপনি কেন নিজের স্ত্রীকে সিঁদুর পরাচ্ছেন না?

নৈতিকতার যদি প্রশ্ন ওঠে, তবে মোদীর ভাষণে সিঁদুর প্রসঙ্গে কোনও আপত্তিকর শব্দ সত্যি কি উচ্চারিত হয়েছে? উনি তো যথার্থ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই বাংলার মাটিতে বঙ্গবধূরা দুর্গোৎসবের শেষবেলায় সবাই মিলে মেতে ওঠেন সিঁদুর খেলায়। কি গঞ্জে, কি শহরে, কি পাহাড়াঞ্চলে কি সামুদ্রিক এলাকায়। উনিতো এতোটুকু অসম্মানজনক কিছু বলেননি সিঁদুর প্রসঙ্গে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এতো নিম্নগামী বিরাগভাজন কেন? কেন? কেন? সারা বাংলা আজ আপনার কাছে স্রেফ এটুকু জানতে চায়।

প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে ব্যক্তি আক্রমণ করার পর মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনার লাইন ধরে ধরে টিপ্পনী কেটেছেন বিজেপির কলকাতার পুরপিতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘সিঁদুর নিয়ে ওঁকে বলে কি লাভ? এর মর্ম উনার বোঝার কথাই নয়। আমি যতদূর জানি সব মহিলা তাঁদের স্বামীদের থেকে সিঁদুর নেয়নি। পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক মহিলার সিঁদুরের প্রতি সম্মান আছে, শুধু একজনের নেই। কারণ তিনি চোর। কারণ তিনি ২৬,০০০ শিক্ষকের চাকরি খেয়েছেন। তাহলে তো তাড়কা রাক্ষসীকেও সম্মান দিতে হয়। সব মহিলা যে স্বামীর থেকে সিঁদুর নেননি তা উনার কাছের এক বিধায়ক একটি বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।’

এতো অনেকটা ভাববাচ্যের অনুকরণে সবার আক্রমণ। মোদীর বিরুদ্ধে এ হেন ব্যক্তি আক্রমণের পাল্টা খুল্লাম খুল্লা কড়া সমালোচনা সম্ভবত কৌস্তভ বাগচীই করেছেন। তিনি সরাসরি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীপক ঘোষের রচিত বই উদ্ধৃত করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আক্রমণ শানিয়েছেন, রঞ্জিত ঘোষ কে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কোন নৈতিকতায় মহাকরণে হাজির ছিলেন রঞ্জিত ঘোষ? তৃণমূল চিকিৎসক দম্পতির নার্সিং হোমে কার কোন কারণে উপস্থিতি নিয়ে বইয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে? বইটি এখনও নিষিদ্ধ নয়। তাই বইয়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছি। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর পেলে খুশি হতাম।

আমরা ছাপোষা আপামর সাধারণ বাঙালি। আমরা রাজনীতি অল্পবিস্তর অনুধাবন করলেও পলিটিক্যাল ময়দানে ব্যক্তি আক্রমণের কদর্য বিষফল একদমই হজম করতে অভ্যস্থ নই। তবু কি সরকার পক্ষ কি বিরোধী শিবির, এই কুট স্বাদের সরবৎ গুলিয়ে আমাদের গলায় ঢালতে পড়িমরি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইদানিং। আপনারা কেন বুঝতে চাইছেন না, আমরা ২০২৬ সালে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে এসব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ভাবছেন, সিঁদুর কেন্দ্রিক ব্যক্তি কেচ্ছা ইচ্ছে করে চাগিয়ে তুলে ডিএ ইস্যু, আরজিকর ইস্যু, বন্ধ্যা কর্মসংস্থান ইস্যু, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যু, লিপস এন্ড বাউন্স ইস্যু, মালদা–মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা ইস্যু, রেশন কেলেঙ্কারি ইস্যু, সন্দেশখালির পিঠে খাওয়া ইস্যুকে বাণপ্রস্থে চালান করে গোল দেবেন, সে গুড়ে বালি।

পাতানো মব সন্ত্রাসে বাংলাদেশে ৪৪ ‘হিন্দু আমলা’র অপসারণের নাটক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা

বাংলাদেশে জঙ্গি–মৌলবাদী সমর্থিত অবৈধ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে দেশজুড়ে মব–সন্ত্রাস চলছেই। মৌলবাদীদের একের পর এক অনৈতিক–অন্যায্য দাবি পূরণে সরকারি প্রযোজনায় একেকটা নাটক মঞ্চায়ন হয় ক’দিন পর পর। ৩ জুন এমনি এক মব যাত্রা সংঘটিত হয়েছে রাজধানী ঢাকার সচিবালয় ঘিরে।

তথাকথিত ‘জুলাই ঐক্য’ নামে কতগুলি সন্ত্রাসী সংগঠন জোট বেঁধে এদিন সচিবালয় অভিমুখে নৈরাজ্য করে আর এতে সব রকমের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় খোদ অবৈধ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। দিনভর নৈরাজ্যের পর আওয়ামী লীগঘনিষ্ঠ ৪৪ জন হিন্দু আমলাকে অপসারণের শর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে মব সন্ত্রাসীরা–কি হাস্যকর বিবৃতি। ফরমায়েশি গণমাধ্যম প্রচার করছে, মঙ্গলবার সরকারের পক্ষ থেকে ১৯ জুনের মধ্যে এই আমলাদের অপসারণের আশ্বাসের ভিত্তিতেই নাকি সন্ত্রাসীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে।

একটি স্বাধীন দেশে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রশাসনের সবচেয়ে মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের মব সন্ত্রাসীর গাঁজাখুরি দাবির কাছে যদি কোন সরকার এভাবে নতি স্বীকার করতে থাকে তাহলে সেই সরকারের আদতে কোনি ভিত্তি থাকে কি? সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও দেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের কাছে একটি দেশ এভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বোধহয় সমকালীন বিশ্বে নেই।

জুলাই সন্ত্রাসীদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ হিন্দু আমলারা নাকি প্রশাসনে থেকে স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন! তাদের দাবি, এসব আমলা ভারতের ঘনিষ্ঠ এবং তারা ভারতে তথ্য পাচার করছে।

স্যোশাল মিডিয়াতে এই অপতথ্য অনেক দিন থেকেই ছড়িয়ে আসছিল ‘তিন ইঞ্চি’–খ্যাত সাইবার সন্ত্রাসী ও বহ শিশু হত্যাকারী পিনাকীর উন্মাদ শিষ্যরা। সংঘবদ্ধ এই মববাজরাই ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী জড়ো হয়ে বিভিন্ন স্লোগানে দিয়ে আওয়ামীপন্থি আমলাদের অপসারণের দাবি জানান এবং দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেয়। পরে এরা মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে রওনা দেয় বিনা বাধায়। সচিবালয়ের অনতিদূরে শিক্ষা ভবনের সামনে পুলিশ নামকাওয়াস্তে তাদের ব্যারিকেড দিয়ে তাদের বাধা দেয়।

পরে ৫ সদস্যের ‘জুলাই সন্ত্রাসীদের’ একটি প্রতিনিধি দলকে সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কী অসাধারণ না বিষয়টা? এমন সৌভাগ্যবান আন্দোলনকারী বোধহয় দেশবাসী আগে কখনো দেখেনি। পাতানো ও নির্লজ্জ এমন আন্দোলন আগে সংঘটিত করেনি বলেই হয়ত জাতিকে এমন ভাবে লজ্জিত হতে হয়নি। জুলাই সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে সচিবালয়ে প্রবেশ করে মৌলবাদী সরকারের অনুগত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের করে ১৯ জুনের মধ্যে তাদের চিহ্নিত আমলাদের অপসারণের আশ্বাস পায়। এবং এর প্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা আসে। তবে সরকারের সাবেক আমলারা এই ঘটনাকে নজিরবিহীন আখ্যায়িত করে বলেছেন, এভাবে মব সন্ত্রাসের কাছে একটি সরকারের আত্মসমর্পণের পর দেশে কার্যত কোন সরকার কাঠামোই আর জীবিত নেই। পুরোটাই মৌলবাদী প্রশাসনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষা করছে স্বাধীন বাংলাদেশ। এই সব ঘটনা বাস্তব হয়ে উঠার আগেই হয় সবার আত্মহত্যা করা উচিত নয়তো প্রবল ভাবে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন সাবেক কর্মকর্তারা।

বেস ভ্যালু পুনর্নির্ধারণে নয়া কমিটি, আশঙ্কা সম্পত্তি কর বৃদ্ধির

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার ১–১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জমির ‘বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালু পুনর্নির্ধারণে নয়া কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সম্প্রতি মেয়র পরিষদ এই কমিটি তৈরিতে সিলমোহর দিয়েছে। নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত মিললে ভ্যালুয়েশন কমিটি তৈরি করা হবে। বর্তমানে কলকাতার ১–১৪১ নম্বর ওয়ার্ড বিভিন্ন ব্লক ও ক্যাটাগরিতে বিভক্ত। ওয়ার্ডের ক্ষেত্রমান, এলাকার রাস্তার হাল–হকিকত, আলো–নিকাশি পরিকাঠামো, আর্থ–সামাজিক পরিবেশ, জমির বাজারমূল্য ইত্যাদি খতিয়ে দেখে এই ব্লক ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ হয়। তারপর প্রতিটি জমির ক্যাটাগরির জন্য ‘বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালু’ ঠিক করা হয়। পৌরসংস্থার এক কর্তা জানান, পুরনো ওয়ার্ড গুলির ক্ষেত্রে এই ভ্যালু নতুন করে নির্ধারণ করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬–১৭ সালে সম্পত্তির স্বমূল্যায়ন বা ‘সেলফ অ্যাসেসমেন্টে’র ভিত্তিতে যে বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালু ধার্য হয়েছিল তার ভিত্তিতেই নাগরিকরা এখন সম্পত্তি কর দিয়ে চলেছেন। কিন্তু শহরের বেশ কিছু অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে ২০১৭ থেকে চলতি ২০২৫ অর্থাৎ ৮–৯ বছরে জমির ভ্যালুয়েশন এখন অনেকটা বেড়েছে। যেমন : ইস্টার্ন

মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারের তপসিয়া, ভিআইপি বাজার, মুকুন্দপুর, সার্ভে পার্ক, অজয়নগর, কালিকাপুর, আনন্দপুর, কসবা, রাজডাঙা, বিধাননগর, গড়িয়া, যাদবপুর, বেহালার পূর্ব প্রান্তের মতো অঞ্চলে বছর আটেক আগে এলাকার যা বাজারমূল্য ছিল, এখন তা দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ হয়েছে। একই সঙ্গে এসব এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নও ব্যাপক হারে হয়েছে। ফলে এসব এলাকায় সম্পত্তি করের জন্য বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালুও বেড়েছে। তা–ই সম্পত্তি করের হার নতুন করে নির্ধারিত করার জন্য নতুন কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। নয়া ‘বেস ভ্যালু নির্ধারণের পর নোটিশ দিয়ে নাগরিকদের মত জানতে চাওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে প্রয়োজনে সংযোজন এবং সংশোধন করে সম্পত্তি করের নতুন হার চালু হবে। এদিকে নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এরফলে যাদবপুরের ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১১১, ১১২, ১১৩ ও ১১৪ বেহালার ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১ ও গার্ডেররীচের ১৩৩ ইত্যাদি ওয়ার্ডে সম্পত্তিকর বৃদ্ধি পাবে। একটা ওয়ার্ডকে পাঁচ থেকে ছ"টি ব্লকে ভাগ করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ‘মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুয়েশন কমিটি কলকাতার ১৪১টি ওয়ার্ডকে মোট ২৯৩টি ব্লকে ভাগ করে। এবং সেই ব্লক গুলিকে নির্ধারিত মাপকাঠির নিরিখে ‘এ, ‘বি, ‘সি, ‘ডি, ‘ই, ‘এফ ও ‘জি এই সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠকের কলমে

শিশুদের মোবাইল আসক্তি দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে

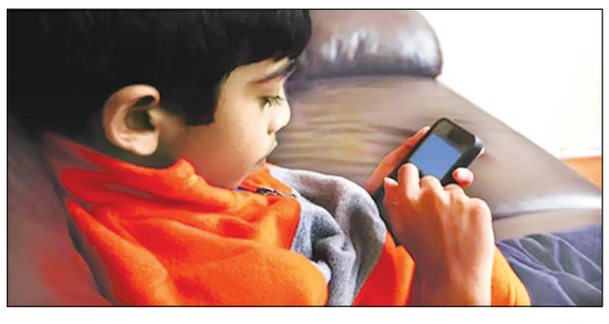

যত সময় গড়াচ্ছে মোবাইল ফোনের প্রতি শিশুদের আসক্তি বেড়েই চলেছে। এই আসক্তি বৃদ্ধির কারণে শিশুমনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। স্মার্ট ফোনের প্রতি তীব্র আসক্তি থেকে শিশুদের মধ্যে প্রতিনিয়ত খিটখিটে ভাব জন্ম নিচ্ছে। শুধু তাই নয়; ইন্টারনেট কানেকশন এবং অ্যাপভিত্তিক একাধিক আকর্ষণীয় ফিচার থাকায় শিশুদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় গ্যাজেট হয়ে উঠেছে এই স্মার্টফোন। এর কারণে শিশুরা খেলার মাঠ ভুলে কৃত্তিমতায় মেতেছে। অনেকেই আবার অনলাইন গেমের প্রলোভনের চক্করে পড়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। স্মার্টফোনের নানাবিধ কুপ্রভাব শিশুদের গ্রাস করায় অনেকেরই পড়াশোনার মান কার্যত তলানিতে। এর ফলে চরম উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে অসংখ্য অভিভাবককে। স্মার্টফোনের এই কুপ্রভাব থেকে সুকুমারমতি শিশুদের অবিলম্বে রক্ষা করতে না পারলে তাদের ভবিষ্যৎ ঘোরতর সঙ্কটের মধ্যে পড়বে বলে মনে করি। তবে, এজন্য প্রয়োজন শিশুদের যথোপযুক্ত কাউন্সেলিং। শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্বাবধানে শিশুদের এই কাউন্সেলিংয়ের কাজটা যদি প্রতিটি স্কুলেই শুরু করা যায় তাহলে অনেকখানিই উপকার হবে।

সাগরিকা ভট্টাচার্য,
কালনা, পূর্ব বর্ধমান

নেই প্রযুক্তি, নেই পরিষেবা

সময় পাল্টেছে তাই সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে অর্থ লেনদেনের পদ্ধতি। অনলাইনে ব্যাঙ্কিংয়ের এনএফটি, আরটিজিএস থেকে শুরু করে স্মার্টস ফোনের ইউপিআই ব্যবহার এখনকার টেক প্রেমীদের নখদর্পণে তবে এই সময়ে এসেও এখনো বহু মানুষ আছেন যারা এই ব্যবহার সঙ্গে এখনও স্বচ্ছল নন তাই টাকা লেনদেনের জন্য এখনও তারা ভরসা রাখেন ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিসের পরিষেবায়। কিন্তু যখন এই পোস্ট অফিসেই পরিসেবা দিতে অপারক হন তখনই সমস্যায় পড়েন বেশ কিছু উপভোক্তারা। ঠিক এমনই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কালীঘাট পোস্ট অফিসের উপভোক্তারা। গ্রাহকরা আরটিজিএসের আবেদন নিয়ে গেলেই তাদের বক্তব্য পোস্ট অফিসে আরটিজিএস হয় না। বেশি জোড়াজড়ি করতেই তারা বলেন, আমাদের কালীঘাট পোস্ট অফিসের কম্পিউটারে সেই সফটওয়্যার নেই আপনারা মাইন ব্রাঞ্চ অর্থাৎ টালিগঞ্জ পোস্ট অফিসে বলুন। তারা করবে। গ্রাহকরা মাইন ব্রাঞ্চে গেলে ‘কাজ হবে, আপনারা হোম ব্রাঞ্চ জানন’ বলে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে । ২–৩ দিন পোস্ট অফিসের চক্কর কাটার পরেও শেষে কোনও ব্রাঞ্চেই সঠিক পরিষেবা না পাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন উপভোক্তারা। গ্রাহকদের দাবি তারা যাতে খুব শীঘ্রই সঠিক পরিষেবা পান। এবং পোস্ট অফিস যেন তাদের প্রযুক্তি গত দিক গুলি আরো উন্নত করেন। **মন, কালীঘাট**

উত্তরের আঙিনায়

সেনা হেলিকপ্টারে পর্যটক উদ্ধার

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এমআই–০২ হেলিকপ্টার চাতেন থেকে ১৭ জন পর্যটককে নিয়ে পৌঁছালো পাকিয়ং গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টে। এখান থেকে রাজ্য সরকারের বাসে যাবেন গ্যাংটক। এয়ারপোর্টে রয়েছে মেডিক্যাল টিমও। গত কয়েক দিন থেকে চলছে উদ্ধার কাজ। আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী চলবে উদ্ধারকাজ।

তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত চক্রবর্তী

শঙ্কর মালাকার তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি শঙ্কর মালাকার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, এ রাজ্যের কংগ্রেসের দ্বারা রাজনৈতিক লড়াই করা সম্ভব নয়। এর পরেই প্রদেশ কংগ্রেস শঙ্কর বাবুকে জেলা সভাপতি সহ সমস্ত পদ থেকে অপসারিত করে। এ প্রসঙ্গে শঙ্কর জানান, তিনি ইতিমধ্যেই মল্লিকার্জুন খার্গের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সেই চিঠি সাংবাদিকদের দেখান।

দুই কাঠ চোর ধৃত

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ৫ জুন রাত ৩ টে নাগাদ মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ সাংচুয়ারির রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলির নেতৃত্বে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাককে ধাওয়া করে রংটং স্টেশনের কাছ থেকে ধৃত পাকরাও করে বিশাল রাই(৪১) ও শৈলেন রাই(৩৬)–কে। তাদের সঙ্গে থাকা ডব্লুবি ৭৩ এফ ০০৫৫ নম্বরের গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু বহুমূল্য সেগুন ও শাল কাঠ।

শিলিগুড়ি বনধের প্রভাব জনজীবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে ২ মে ছিল শিলিগুড়িতে ২৪ ঘণ্টার বনধ। বনধের প্রভাব পড়ে শহরের স্বাভাবিক জনজীবনে। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, হিলকার্ড রোডের দোকানপাট, সেবক মোর এলাকার দোকানপাট সহ বিভিন্ন জায়গায় বাজারে দোকানপাট বন্ধ ছিল। বনধের কারণে অন্যান্য দিনের তুলনায় রাস্তাঘাটে লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ছিল। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বনধের কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে তারা দোকান খোলেননি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদ পাশাপাশি হিন্দু স্বার্থ রক্ষার দাবি তুলে এই বনধ শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি তাদের সঙ্গে ছিল।

তবে পুলিশ প্রশাসন আগেভাগেই তৎপর ছিল। গোটা শহর জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় সকাল থেকেই। ভেনাস মোর সেবক মোড় সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রচুর পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত ছিল।

লাচেনের সেনাশিবিরে ভূমিধস

নিজস্ব প্রতিনিধি, লাচেন : ১ জুন সন্ধ্যায় লাচেন জেলার চাটেনে একটি ভারতীয় সেনা ক্যাম্পে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট এক ভয়াবহ ভূমিধসে নিহত হয় ৩জন এবং আহত হন আরো ৪জন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ের ঢাল আলগা হয়ে এই দূর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাণ হারায় হাবলদার লক্ষবিন্দর সিং, ল্যান্স নায়েক মুনিশ ঠাকুর এবং পোর্টার অভিষেক লাখাদা। আপদকালীন উদ্ধারকারী দল তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে। আরো ৪ জন আহত হলেও সময়মতো চিকিৎসার পর বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। ভারতীয় সেনাবাহিনী নিখোঁজ ৬ জন কর্মীকে খুঁজে বের করার জন্য একটি বৃহৎ আকারের উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান শুরু হয়েছে। বিপজ্জনক আবহাওয়া এবং কঠিন ভূখণ্ড সত্ত্বেও, উদ্ধারকারী দলগুলি ২৪ ঘণ্টা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয় এবং শোকপ্রকাশ করা হয়। এছাড়াও সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলে অন্যান্য কর্মীদের সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ জরুরি ভিত্তিতে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কোর্টের নির্দেশে দখল মুক্ত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : আদালতের নির্দেশে শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়ার একটি বাড়ি দখলমুক্ত করা হল। জানা গিয়েছে, ২০১১ সালের আগে বাড়ির প্রকৃত মালিক গৌতম দাসকে বাড়িটি বিক্রি করে দেন। তিনি ভাড়াটিয়াদের বহুবার বাড়িতে খালি করতে বললেও তারা বাড়ি খালি করেনি। এরপরে

গৌতমবাবু আদালতের মামলা করেন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আদালত কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয় বাড়িটি দখলমুক্ত করবার জন্য। এদিন পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে বাড়িটি দখল মুক্ত করতে ময়দানে নামে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

মাত্র ৮ দিনের পরিবর্তে ২৮৬ দিন পরে মহাকাশ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরের পূর্বে ঘোষিত একদম নির্ধারিত দিন ও সময়ে গত ১৯ মার্চ রাত ৩ তে ২৭ মিনিটে এই পৃথিবীতে যখন সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরের অবতরণে বিশ্বের মানুষ যেমন এই বিজ্ঞান, অতি আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতির প্রয়োগে বিস্মিত, শিহরিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিজ্ঞানীদের সাথে ঈশ্বরকেও প্রণাম জানাতে কৃপণতা করেনি, সেই সময় সেই বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রতারক, চক্রান্তকারীদের যোগাসাজসে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টার্জিত সঞ্চিত অর্থ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ডিজিটাল অ্যারেষ্ট, ডিজিটাল ডিটেনশন, ডিজিটাল সার্চিংয়ের নামে লুট করে নিচ্ছে। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

লটারিতে সাবধান!

সাবধান! লটারিতে জেতা, তৎক্ষণাৎ লোন পাওয়া, বাড়ি বসে টাকা পয়সা কামানো, দ্রুত টাকা ডাবল করার মতো লোভনীয় সুযোগ যা সোশাল মিডিয়ায়, বিজ্ঞাপন বা আপনার মোবাইলে কোনও কল মারফৎ আসে এই সব জালিয়াতিদের পাতা ফাঁদে পা বাড়িয়ে নিজের বা পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না কারণ এরা সাইবার অপরাধীদের হতে পারে। এই বিষয়ে যে কোনও সন্দেহ জনক কল বা এস এম এস, বিজ্ঞাপন সম্মন্ধে জিজ্ঞাসার থাকলে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম হেল্প লাইন নং 1930 তে অবিলম্বে রিপোর্ট করে খোঁজ করুন। এই ধরণের সাবধান বার্তা ইদানিং মোবাইলে কাউকে ফোন করলেই আমরা শুনতে পাই। কোনও মা যেমন তার সন্তানকে বাড়ির বাইরে গেলে বলেন, বাবা সাবধানে যাস, সেইরকম সাবধান বার্তাই বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রণালয় দ্বারা জরুরি ভিত্তিতে ঘোষণা করা হচ্ছে। শুধু কি তাই? অবস্থা এমন ভয়ানকভাবে সংক্রামিত হয়ে উঠেছে যে ১৪২ কোটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মন কি বাত সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতবাসীদের সাবধান করার জন্য বার্তা দিতেও হচ্ছে। কেন এত প্রচারে জানতে গেলে সাইবার অপরাধীদের জালিয়াতির পরিসংখ্যান দেখলে উঠতে হবে। ডিজিটাল অ্যারেষ্ট, ডিজিটাল ডিটেনশন, ডিজিটাল সার্চিং, এই সর্বনাশা শব্দগুলো সম্পর্কে গত ২বছর থেকে আমরা

খুব পরিচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসিয়াল তথ্যই বলছে গত ২০২৪ সালের প্রথম ৩ মাসে শুধুমাত্র ডিজিটাল অ্যারেস্টেরের জেরেই সাধারণ মানুষের গচ্চা গেছে ১২০ কোটি টাকার বেশি। গোটা দেশে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার পরিসংখ্যন অনুযায়ী প্রায় ২৫ হাজার ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা ঘটেছে। এই ধরণের অপরাধ ঘটিয়ে প্রতারকরা ৫০০ কোটি টাকারও বেশি নিজেদের পকেটে নিশ্চিন্তে ঢুকিয়ে দিন অতিবাহিত করতে পারছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই কলকাতা ও বিধাননগর কমিশনারেট প্রতারিত হয়েছে প্রায় ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ২৫টি মামলা করে পুলিশ উদ্ধার করেছে ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

চোরের সম্পত্তি দেখে পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ জুন হাওড়া জেলার রাজাপুর থানা এলাকার ঘোষালচকের হালদারপাড়ায় একটি বাড়িতে গভীর রাতে চুরি করতে ঢুকে ধরা পড়ে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নোদাখালী থানার বাসিন্দা অমিত দত্ত। সোমবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে উলুবেড়িয়া কোর্ট ৬দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। তদন্তকারী অফিসাররা তাদের তদন্তে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পায়। মঙ্গলবার রাতে তাকে নিয়ে হাওড়া জেলার পুলিশ নোদাখালি থানা এলাকার ভেটকাখালি গ্রামে আসে, যেখানে অমিত দত্তের বাড়ি। মূল রাস্তা থেকে দু কিলোমিটার সরু রাস্তা যাবার পর বিশাল তেতলা অট্টালিকা দেখে পুলিশের চোখ কপালে। এমনকী সারা বাড়িটি বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। মহেশতলার আদি বাসিন্দা এই অমিত ১৬–১৭ বছর আগে ভেটকাখালি গ্রামে জায়গা কিনে বাড়ি করে। এমনকী বাওয়ালি শখের বাজারেও একটি বিলাসবহুল ভবন তৈরি করা হয়েছে যেখানে নাকি আগামীদিনে রেস্টুরেন্ট ও বার হবে। রোগা পেটকা শরীরের অমিতকে দেখলে মনেই হয় না এর পেশা চুরি হতে পারে। বাড়িতে স্ত্রী, ছেলে পুত্রবধূ আছে। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে আরও অনেক কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করছে। শান্ত নিরীহ অমিতের এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে এলাকার বাসিন্দারাও হতবাক। পাড়া প্রতিবেশীদের বক্তব্য তারা জানতো না অমিত আসলে কি করে? অনেকেই নাকি বলতো গাড়ির ব্যবসা আছে। পাড়া–প্রতিবেশীরা কোন অনুষ্ঠানে চাঁদা চাইলে অক্লেশেই চাঁদা দিয়ে দিত সে। হাওড়া জেলার পুলিশ সূত্রে খবর অমিত নাকি তদন্তে স্বীকার করেছে চুরি তার পেশা এবং চুরির টাকাতেই তার এই বিশাল সম্পত্তি। যদিও পুলিশ এখনো তদন্তের স্বার্থে তেমন কিছু বলতে চাইছেন না। সূত্রের খবর, পুলিশ খতিয়ে দেখছে এই বিশাল সম্পত্তির পেছনে আসলে অন্য কোনও রহস্য আছে কিনা। ৫ জুন দুপুরে চিত্র সাংবাদিককে নিয়ে ওই ভেটকাখালি গ্রামে গিয়ে চোখে পড়লো অমিতের বিলাশবহুল অট্টালিকা। বাড়ির সামনেই একজন তরুণ দাঁড়িয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করলাম অমিত দত্ত প্রসঙ্গে সে নির্বিকার ভাবে বলে, সে কাউকে চেনে না। বলেই দ্রুত বাড়ির সামনে থেকে চলে যায়। ওই অট্টালিকার পাশের এক মহিলা প্রতিবেশি জানান, অমিত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ভোরবেলা ফিরে আসতো। ওরা কি করে আমরা কেউই জানতাম না। পাড়ার কারোর সঙ্গে কোনও কথা বলতো না। ওই মহিলাই জানান, একটু আগে আপনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, ওটাই হলো অমিত দত্তের ছেলে পাপাই দত্ত। ফিরে আসার পথে পাড়ার মোড়ে ওই ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা। সে বলে, বাবা হয়তো কিছু একটা করেছে তবে চুরির টাকায় এতো কিছু করা যায় না। আমাদের গাড়ির ব্যবসা আছে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে বিশেষ কিছু বলতে চায়নি। তবে, অমিতের এতো বিশাল সম্পত্তির পেছনে বড় কোনও রহস্য যে শীঘ্রই প্রকাশ্যে আসবে বলে মনে করেছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

প্রশাসনের চরম উদাসীনতায়

প্রথম পাতার পর

স্কুলপড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা জঙ্গলে অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দা। এর ফলে যে কোন দিন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্নামের ভাগী হতে পারে পর্যটকদের প্রিয় শুশুনিয়া পাহাড়ের। অন্যদিকে ৩২ লক্ষ সরকারি টাকা খরচ করে গড়া শুশুনিয়া পাহাড়ের সন্নিকটে সুদৃশ্য দুই কটেজ চালুর আগেই পরিনত হয়েছে দুস্কৃতি সমাজবিরোধীদের আখড়ায়। চুরি গেছে দরজা, জানালা। পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩–১৪ অর্থবর্ষে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী করা হয়েছিল দুটি কটেজ। কিন্তু সেই কটেজগুলি চালুর আগেই প্রশাসনিক উদাসীনতায় পরিনত হয়েছে দুষ্কৃতি ও সমাজবিরোধীদের আখড়ায়। চুরি হয়ে গেছে কটেজের জানালা, দরজা। সন্ধ্যে নামলেই কটেজগুলির দখল নেয় সমাজবিরোধীরা। দুটি কটেজেই নিয়মিত বসে মদ, গাঁজার আসর। বারেবারে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে এনেছেন স্থানীয়রা। কটেজগুলি চালুর আবেদনও জানানো হয়েছে। কিন্তু হাল ফেরেনি বহু লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি এই কটেজগুলির। শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হচ্ছে গাছ। গাছ চোরাকারবারকারীদের আধিপত্য বাড়ছে পাহাড় সংলগ্ন এলাকায়। জঙ্গলে বসছে মদ ও গাঁজার আসর। ৫ জুন এ রাজ্যে ঘটা করে পালন করা হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। শুশুনিয়া পাহাড়ের পরিবেশের আদৌ কি হাল ফিরবে? শুশুনিয়া পাহাড়ের সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের কি আদৌ উন্নতি ঘটবে? নাকি এভাবেই সমাজ বিরোধীদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠবে এই পাহাড়। নাকি পর্যটকদের প্রিয় এই পাহাড় আবার জৌলুস ফিরে পাবে? বনদপ্তর ও প্রশাসন নজর দিক এই শুশুনিয়া পাহাড়ে, আবেদন পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটক ও দোকান ব্যবসায়ীদের। পর্যটকরা ভিড় জমাক রাজ্যের অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে।

ভবঘুরেদের আস্তানায়

প্রথম পাতার পর

সেই কারণে দুপুর ১টার পর প্ল্যাটফর্ম চত্বর জুড়ে এই সমস্ত মানুষদের আনাগোনা আরো বেড়ে যায়। সন্ধ্যে ৭টার পর গোটা প্লাটফর্মে আর পা রাখার জায়গা থাকে না। বিভিন্ন জায়গার ভবঘুরেরা আশ্রয় নেয় এই স্টেশনে। এ ব্যাপারে রেল পুলিশের কোন নজরদারিও নেই। দুটি প্লাটফর্মের সর্বত্র মাথায় যাত্রী শেডও নেই। কোন শৌচালয় চোখে পড়লো না এখানে। ১ নম্বর প্লাটফর্মের অনেকটা দূরে বাইরে যেখানে টিকিট কাউন্টার আছে তার পাশে একটি সুলভ শৌচাগার আছে যেখানে ৭ টাকার বিনিময়ে শৌচকর্ম করতে হয়। টিকিট কাউন্টারটি এমন একটি জায়গায় অবস্থিত সেখান থেকে টিকিট কেটে লাইন পেরিয়ে অনেক মানুষকে আসতে হয়, সে কারণে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। তা না হলে অনেক উঁচু ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে এসে ট্রেন ধরতে গেলে অনেকের আবার ট্রেন মিস হয়েও যায়। ২ নম্বর প্লাটফর্মের পিছনের দিকে যেখানে পুরনো কেবিন ঘর আছে সেখানে নাকি সন্ধ্যের পরই বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এক নিত্যযাত্রী জানালেন, যে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর অভাব আছে। মাঝেমধ্যে নাকি ছিনতায়ের ঘটনাও ঘটে। প্লাটফর্ম চত্বরে দুটি মাদ্ধাতা আমলের পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেখানে অযত্নেও শ্যাওলা পড়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। কংক্রিটের বাঁধানো যে সমস্ত বসার জায়গা আছে সেগুলোতেও পানের পিক ও নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ। প্ল্যাটফর্ম চত্বরে এক চা দোকানের মহিলা জানালেন, সন্ধ্যে ৬টার পর কোথা থেকে এত ভবঘুরে মানুষজন এসে উপস্থিত হয় আমরা ভেবে পাই না। এদের মধ্যে খারাপ লোক বা ভালো লোক কে সে সে ব্যাপারে রেল পুলিশের কোন নজরদারি নেই। অনেক নিত্যযাত্রীরা জানালেন অবিলম্বে রেল দপ্তরের উচিত এই প্লাটফর্ম বা এই রেল স্টেশনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা।

ইতিহাস বিজাড়িত নদী

প্রথম পাতার পর

এহেন বিদ্যাধরী নদী বর্তমানে একশ্রেণীর অসাধু কারবারিদের দৌরাত্ম্যের শিকার। হাড়োয়ার কুমটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিনে দুপুরে বিদ্যাধরী নদীর মাটি কেটে স্থানীয় ইঁটভাটায় চালান হয়। প্রকাশ্যে দিবালোকে এভাবে মাটি চুরি ছাড়াও বিদ্যাধরী পাড় ও চর দখল করে বেআইনি নির্মাণ গড়ে ওঠার অভিযোগও সামনে এসেছে। যার ফলে নদী সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাভাবিক গতিপথ। এমনটা চলতে থাকলে এই নদী একদিন হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট পরিবেশপ্রেমীদের।

বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে বিদ্যাধরী নদীর চর ও পাড় জমি কারবারিরা মোটা টাকায় বিক্রি করছে বলেও অভিযোগ। আর এই কারবারের পিছনে রাজনৈতিক মদতও আছে বলে অভিযোগ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের। যারা এই নদীর জমি কিনছেন তারা স্থায়ী নির্মাণ গড়ে বসবারও শুরু করেছেন। এর ফলে নদী তার চলন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এমনিতেই সংস্কারের অভাবে তলদেশে পলি জমে জমে নদী নাব্যতা হারিয়েছে। তার উপরে নদী তার স্বাভাবিক গতিপথ হারানোয় ফি–বছর বর্ষায় দু–কূল ছাপিয়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ভেসে যায় ভেড়ির মাছ। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হন মাছচাষীরা। আশপাশের কৃষি জমিতেও নোনা জল ঢুকে ফসল নষ্ট করে। এই নদী চুরি, মাটি কাটা সহ অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধ না হলে নদীর অস্তিত্ব সঙ্কট দেখা দেবে এবং সংশ্লিষ্ট জীবন যাপনও বিপন্ন হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন আতঙ্কে কলকাতা

প্রথম পাতার পর

পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের একটি গবেষণার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশে হারিয়েছে ১২ শতাংশ ম্যানগ্রোভ, যার বেশির ভাগ হয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ইত্যাদির সমুদ্র সংলগ্ন এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে বনাঞ্চল প্রায় ১৪৪ বর্গ কিলোমিটার উধাও হয়ে গিয়েছে বৃক্ষ চোরদের উৎপাতে। ২০১১ থেকে ২০২১পর্যন্ত এক দশকে ম্যানগ্রোভ কমেছে ৪১ বর্গ কিলোমিটার। সিএজি'র পশ্চিমবঙ্গ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে সাগরদ্বীপে তিনটি হেলিপ্যাড ও একটি ভি আই পি রেস্ট হাউস বানাতে একহাজার বর্গমিটার এলাকায় ম্যানগ্রোভ নির্মূল করার অনুমতি দেয় রাজ্য সরকার। যৌথ উদ্যোগে ইকো ট্যুরিজম হাব গড়তে ঝড়খালিতে হোটেল, মোটেল ইত্যাদির জন্য ৬৯ একর ম্যানগ্রোভ ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ২০২১ সালেই সুন্দরবন ও সংলগ্ন অঞ্চলের ৬০টি হোটেল–রিসর্টকে উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন ভাঙার নোটিশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত মন্দারমণির বহু হোটেল ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই আদেশ নিয়ে এখনো গড়িমসি করছে।

আমাদের নদীর জলধারণ ক্ষমতা ব্যাপক কমে গিয়েছে। জোয়ারের সময় ছাড়া গঙ্গা থেকে যেমন জল তোলা যাচ্ছে না, তেমনি জল পরিবহনও ব্যাহত হচ্ছে। কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলস্তর প্রায় দেড় ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। কলকাতা শহরের অন্তত ৪০ শতাংশ মানুষ টিউবওয়েলের উপর নির্ভরশীল। সেই টিউবওয়েলের অবস্থা শোচনীয়। এখানে আবার গঙ্গার জল তুলে মানুষের কাছে যে প্রক্রিয়ার পৌঁছয়, মানুষের তার মূল্য বোঝার শিক্ষাদীক্ষা হয়নি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বলছে এই জলের ৫০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। শহরের 'ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান অনুযায়ী কলকাতা শহরের উদ্যান ও ফাঁকা জমি, মাঠ ২০ থেকে ৩০ শতাংশে মেট্রোরেল, উড়ালপুল ইত্যাদির কাজ চলছে। শহরের ফাঁকা জায়গা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কলকাতা শহরের বিপদ দিনে দিনে বাড়ছে। উদাসীন রাজ্য সরকার সারাবছর রাজনৈতিক মৌতাতে মেতে থাকে।

অন্ধ ছেলেদের নিয়ে জীবন যুদ্ধের লড়াই মায়ের, পাশে ব্লক প্রশাসন

সৌরভ নস্কর : দুই অন্ধ ছেলেকে নিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়াই পড়ে যাচ্ছে এক বৃদ্ধ মা। ৮০ উর্ধ্ব চলাফেলার একমাত্র ভরসা লাঠি। লাঠির উপর ভরসা করে চলাফেরা আর অন্ধ দুই ছেলেকে বুকে আগলে রেখে জীবন যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ রোহিনি পাখিরা।

গঙ্গাসাগরের খান সাহেব আবাদ এলাকায় এক চিলতে কুঁড়েঘরে দুই অন্ধ ছেলেকে নিয়ে বসবাস তিনি। বয়সের ভারে চলাফেরা কার্যত বন্ধ হতে বসেছে কিন্তু দুই অন্ধ ছেলের মুখ চেয়ে দিন গুজরাচ্ছে রোহিনী।

গঙ্গাসাগর

দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করাও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে সরকারি সাহায্যের উপরে ভরসা। দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে ও রোহিনীর প্রতিবন্ধী ভাতা ওপরে ভরসা। সাধারণ মানুষও বেশ কিছু সময় আর্থিক সাহায্য করে তাদের সেই সাহায্যের উপরেই ভর করে চলে সংসার। তার এক ছেলের প্রতিবন্ধী কার্ড হলেও অন্য একটি ছেলের আধার কার্ড এখনো হয়নি। আধার কার্ড না হওয়ার কারণে সরকারি সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই ছেলেটি।

৪ জুন আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি হিসেবে রোহিনী পাখিরা বাড়িতে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা শোনার পর সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাওকে বিষয়টি জানাতে, উনি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ৫ জুন ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংসারের একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দিলেন পাখিরা পরিবারের হাতে।

এ বিষয়ে রোহিনী পাখিরা জানান, 'আমার দুই অন্ধ ছেলেই ভরসা, আমার বয়স হয়েছে, সরকার আমার এই ছেলে দুটির কোন ব্যবস্থা করে দিক। সরকার যদি আমাদের পরিবারের পাশে এভাবে দাঁড়ায় তাহলে আগামীদিনের কোনরকম ভাবে দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার চালিয়ে যেতে পারবো।'

সাগরের ভিডিও কানাইয়া কুমার রাও জানান, 'ইতিমধ্যে বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে আমরা বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি সরকারি যে সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই সুযোগ–সুবিধা যাতে ওই পরিবার পায় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ দাস জানান, বিডিও স্যার এবং উপপ্রধানকে ধন্যবাদ জানাই এইরকম দুস্থ পরিবারের পাশে থাকার জন্য।'

পাটুলি মোড়ে ফুটব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথচারীদের সুবিধা সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমানো এবং বাইপাসে যানবাহনের গতি বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি মোড়ে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ওপর একটা ফুট ওভারব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একই সঙ্গে ইএম বাইপাস থেকে সাদার্ন বাইপাসে গাড়ি চলাচল আরও মসৃণ করতে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ আরও চওড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুটি কাজের জন্য কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা (কেএমডিএ) সম্প্রতি টেন্ডার ডেকেছে। ইএম বাইপাস শহরের অন্যতম ব্যস্ত একটি রাস্তা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ট্রাফিক সিগন্যালে থামতে হয়। ফলে গাড়ির গতি বারংবার রুদ্ধ হয়। ফুটওভারব্রিজ থাকলে রাস্তা পারাপারের জন্য পথচারী সেটাই ব্যবহার করবেন। সেক্ষেত্রে সিগন্যাল থাকলেও বেশিক্ষণ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাটুলি ঘোষপাড়া এবং পাটুলি মোড়ে দুটি ফুটওভারব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত কয়েক বছর আগেই হয়েছিল। এক আধিকারিক জানান, 'বাঘাযতীন ফ্লাইওভার থেকে পাটুলি হয়ে ঢালাই ব্রিজ যাওয়ার রাস্তা দুর্ঘটনাপ্রবণ। এই অংশে দুর্ঘটনায় রাশ টানতে পুলিশ একাধিক পরিকল্পনা করে। সেই সূত্রেই পাটুলি ঘোষপাড়ার বাইপাস পারাপারের জন্য একটি ওভারব্রিজ তৈরি হয়েছে। এবার ঘোষপাড়ার মতো পাটুলিতেও লোহার ফুট ওভারব্রিজ তৈরি হবে। সূত্রের খবর, ফুট ওভারব্রিজের জন্য ধার্য হয়েছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষর কিছু বেশি টাকা। আর গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ প্রশস্ত করার জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিবেশ সম্বন্ধীয় এক সেমিনার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সবুজ ট্র্যাকে সিটি অফ জয়ের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট

সুবীর পাল : কল্লোলিনী কলকাতার মুকুটে আবার শোভিত হল আরও একটা বিজয় পালক।

পরিচ্ছন্নতার অঙ্গনে। পরিবেশের আঙিনায়।

ভারতের সমস্ত মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা সবেমাত্র পেল আমাদের গর্বের নন্দিত নগরী সিটি অফ জয়।

কারণটাও কিন্তু বেশ অভিনব। কলকাতা এই শিরোপাটি দেশের সমস্ত মেট্রোপলিটন শহরের কাছ থেকে ফার্স্ট বয় হিসেবে ছিনিয়ে নিয়েছে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে। পরিচ্ছন্ন মিত্র বিচারে।

না না, এটা কোনও কলকাতা প্রেমীর আবেগ ভরা আষাঢ়ে গল্প নয়। এই অবিশ্বাস্য তথ্যটি ৩ জুন সুযোগ বুঝে টুক করে প্রথমবারের মতো কলকাতার বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র।

মঙ্গলবার কলকাতায় স্থানীয় এক বণিকসভা পরিচালিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কিত এক আলোচনা চক্রের আসর বসে। সেখানেই প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কল্যাণবাবু। আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণবাবু আচমকা এই তথ্যটি পেশ করে বসেন। তিনি বলেন, 'এখন আমাদের কাছে একটা আনন্দের সময় কলকাতাবাসী হিসেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় সবেমাত্র ঘোষণা করেছে যে কলকাতা হল দেশের সবকটি মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব নগরী। এটা আমাদের রাজ্য সরকারের এক ধারাবাহিক পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সফলতার অবদান।'

বিগত বেশ কয়েক দশক যাবৎ

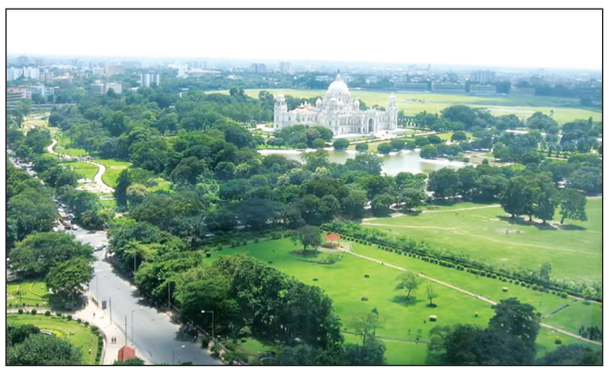

কলকাতা দূষণ নগরী হিসেবে এক প্রকার ভারত সরকারের কাছে দুয়ো রানি হিসেবে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এই নগরীর কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের দৈনিক হার বরাবরই ছিল স্বাভাবিক মাত্রা থেকে অনেকাংশে বেশি। আক্ষরিক অর্থেই এমন এক নেতিবাচক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতা আজ সারা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এমন সব তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে এবং আহমেদাবাদ হল ভারতের উল্লেখযোগ্য মেট্রোপলিটন শহর। প্রত্যেকটি শহর নিজের মতো করে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সহায়ক হবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।' পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে আমরাও সবাই মিলে রাজ্য সরকারের নির্দেশিত গাইডলাইন অনুসরণ করে কলকাতার জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমরা এই দৌড়ে যে প্রথম হব দেশের মধ্যে নজীর গড়তে পেরে, সেটা আমাদের কাছে আরও মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা প্রকৃতই কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও অনেক কঠিন হল, এই শ্রেষ্ঠত্ব আগামীদিনে বজায় রাখার সংকল্প গ্রহণ করা। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও আমরা ভারতের কাছে ফের নয়া দৃষ্টান্ত রচনার পথিকৃৎ হয়ে উঠবো।

পরিবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য পেশ করলেন এই আলোচনা সভায়। তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা শুধু কলকাতার শ্রেষ্ঠত্ব দখল করে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি না। আমরা পরিবেশ রক্ষায় রাজ্যকেও ভারত শ্রেষ্ঠ করার লক্ষ্যে প্রাণপাত কাজ করে চলেছি। এর জন্য আমরা নানাবিধ নিত্যনতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছি এবং তা বাস্তবায়নের পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছি এতটুকু সময় অপচয় না করে।' এ প্রসঙ্গে এক নয়া দৃষ্টান্ত পেশ করে তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'বিহারের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের সীমানা হল ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। আবার ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হচ্ছে ৫০০ কিলোমিটার লম্বা। সুতরাং এই দুটি রাজ্যের মোট ৮০০ কিলোমিটার পরিধি জুড়ে আমাদের রাজ্যে গাছের বীজ রোপণের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। ফলে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের এলাকা বরাবর আমরা একটা দীর্ঘ অরণ্য গড়ে তুলবো। এতে পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের দূষণ পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশকে কোনওভাবেই দূষিত করতে পারবে না। আমরা নিশ্চিত এই উদ্যোগের ফলে আগতদিনে আমাদের রাজ্যের পরিবেশ দূষণের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটা তলানিতে এসে ঠেকবে। কল্যাণবাবুর মতে, চিনের প্রাচীর যেমন মনুষ্য পারাপারের পক্ষে দুর্ভেদ্য। তেমনটি পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গৃহীত নয়া এহেন কর্মসূচি রূপায়ণ করার সঙ্গে যে সবুজ দেওয়াল আমরা গড়ে তোলার প্রয়াস করছি তাতে বিহার সহ ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত বরাবর অচিরেই দূষণ দুর্ভেদ্যের একটা নতুন বলয় হয়ে উঠবে।'

আবাসনে সবুজায়নে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার আবাসন চত্বরে সবুজায়নে গাছ লাগানোর নিয়মে সংশোধনী আনছে। আর একারণেই কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং রুলস, ২০০৯-এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে চলেছে। সে সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবও তৈরি করছে রাজ্য নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর।

২০০৯ সালের বিল্ডিং রুলসে বলা ছিল ৬,০০০ বর্গ মিটারের বেশি ফ্লোর এরিয়াযুক্ত যে কোনও নির্মাণ প্রকল্পে জমির অন্তত ১৫ শতাংশ জায়গা গাছ লাগানোর জন্য রাখতে হবে। কিন্তু কোনও প্রকল্পের মধ্যে সেই গাছ কোথায় থাকবে, কীরকম জায়গায় লাগাতে হবে। এইসব প্রশ্নে ধোঁয়াশা ছিল। নতুন খসড়ায় সেই ধোঁয়াশা কেটেছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, গাছ লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা নির্মাণবিহীন খোলা জমি (ভার্জিন ল্যান্ড) হতে হবে। ছাদ বা বারান্দার নীচে গাছ লাগানো যাবে না। কোনওভাবে ছাউনি উপরে থাকলে সেই জায়গা গাছ লাগানোর জায়গা(ট্রি কভার) হিসেবে গণ্য হবে না।

শুধু বড়ো প্রকল্প নয়, সংশোধনী খসড়ায় ছোটো আবাসন নির্মাণেও সবুজ রাখার প্রস্তাবনা রয়েছে। ফ্লোর এরিয়া ৬,০০০ বর্গমিটারের কম জায়গার ক্ষেত্রেও অন্তত ২,০০০ বর্গমিটার জায়গায় গাছ লাগাতে হবে। এছাড়াও ওই সংশোধনীতে গাছ লাগানোর জায়গা হিসেবে জলাশয় কতটা গণ্য হবে, সেই সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

খসড়া অনুযায়ী, যদি কোনও প্রকল্পে জলাশয় মোট জমির ১০ শতাংশ বা তার বেশি জায়গা জুড়ে থাকে এবং সেই জলাশয়ের পাড়ে গাছ লাগানো হয়, তাহলেই কেবল তা 'ট্রি কভার' হিসেবে ধরা হবে। তবে সুইমিং পুল সেই তালিকায় পড়বে না। অর্থাৎ কোনও আবাসনে সুইমিং পুল থাকলে, সেটিকে সবুজের অংশ বলে দেখানো যাবে না।

এই গাছ লাগানোর পরিকল্পনা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের খসড়া আগে থেকেই কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর মহাধক্ষ্যের কাছে জমা দিতে হবে। নাহলে প্রকল্পটি অনুমোদন পাবে না। এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থার এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, নির্দিষ্ট গাছ না লাগালে নির্মাণ শেষে 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট' পাওয়া যাবে না।

কলকাতা পৌরসংস্থার নগরবন্ধু প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার 'নগরবন্ধু প্রকল্পে'র মাধ্যমে ষাট-সত্তর-আশি ঊর্ধ্ব প্রবীণ অথবা শারীরিকভাবে অশক্ত ব্যক্তিদের জন্য তাদেরই ঘরে বসে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর-পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ প্রদান করে সম্পত্তি করদাতাদের সন্তুষ্টিবিধান করে থাকে কলকাতা পৌরসংস্থা। এই প্রকল্পে কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মী-আধিকারিকরা সরাসরি প্রবীণ সম্পত্তি কর দাতাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর সংগ্রহ করে থাকে। এজন্য প্রবীণ-প্রবীণা সম্পত্তি করদাতারা কলকাতা পৌরসংস্থার হোয়াটসঅ্যাপ বট ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১ এই নম্বরের বা 'কেএমসি অ্যাপে'র মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মিউটেশন বা সম্পত্তি কর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আদানপ্রদান এবং সম্পত্তি করের টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে থাকে।

৭২৮ কিমি রাস্তা মসৃণ হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথ দুর্ঘটনায় লাগাম পরাতে কলকাতা পৌরসংস্থা তাদের ৭২৮ কিলোমিটার রাস্তা মসৃণ করছে। এজন্য কেনা হচ্ছে ৫টি মিলার মেশিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় পথ দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ও কলকাতা পৌরসংস্থা যৌথ সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, ৮০ শতাংশ দুর্ঘটনা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে ঘটেছে। কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে দিনরাতের ওই ১২ ঘণ্টা রাস্তায় পথযাত্রীর বেশি থাকে। অফিস, স্কুল সবই চলে এই সময়ের মধ্যে। ফলে যাত্রী টানতে রাস্তায় বাসের রেষারেষিও চোখে পড়ে। অনেক সময় রাস্তা উঁচু-নীচু হবার কারণে গতি নিয়ন্ত্রণ করা সব সময় সম্ভব হয় না। তাই রাস্তা মসৃণ থাকা খুবই দরকার বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতা পৌর এলাকায় পৌরসংস্থার মেরামতির দায়িত্বে রয়েছে মোট ৪,৫০২ কিলোমিটার রাস্তা। তার মধ্যে এপর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তা মসৃণ করা হয়েছে। পৌরবাসী, পথচারী বা ট্রাফিক পুলিশ দিনের যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে রাস্তায় গর্ত বা খানাখন্দের খবর দিলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে মেরামতির কাজ শেষ করার জন্য সড়ক দপ্তর মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করেছে। শহরে বর্তমানে মোট ৫টি মোবাইল ভ্যান কাজ করছে। নাগরিকেরা এই পরিষেবা গ্রহণের জন্য মহানাগরিকের হোয়াটস অ্যাপ বা চ্যাটবট নম্বর বা কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বরে (২২৮৬-১২১২, ১৩১৩, ১৪১৪, ২২৫২-০০৩১, ০৪২৩) যোগাযোগ করতে পারেন। এইসব মোবাইল ভ্যানে ১০ থেকে ১৫ ব্যাগ কোল্ড মিক্স, মিহি বালি, সিমেন্টের বস্তা, পাথরের কুচি, ঝামা মেটাল ও ইট রাখার বন্দোবস্ত থাকে। এছাড়াও যেসব যন্ত্রপাতি মেরামতি কার্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন- কোদাল, কাস্ট-আয়রন নির্মিত দুরমুশ, বেলচা ইত্যাদি সব মোবাইল ভ্যানে সবসময় রাখা থাকে।

কলকাতায় হুগলির ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা-সহ ৫ জেলায় হুগলি নদীর পাড় ভাঙনের কারণ খুঁজে দেখতে রাজ্য সরকার একটি সমীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় হুগলির তীরবর্তী মোট ১১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই সমীক্ষা করা হবে। এই জেলাগুলিতে হুগলির ভাঙনের প্রকোপ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সমীক্ষার রিপোর্ট দেখে হুগলির পাড় রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজ্য সরকার হুগলির ত্রিবেণী থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত ১১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে ভাঙনের কারণ জানতে বিশদে সেই সমীক্ষা করতে চাইছে। হুগলির পাড় ভেঙে যেসব জায়গা ভবিষ্যতে তলিয়ে যেতে পারে, এই সমীক্ষায় সেই এলাকাগুলি শনাক্ত করা হবে। হুগলি নদীর পাশাপাশি তার সংযোগকারী বিভিন্ন নদনদী ও খালের অবস্থাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হবে। বিগত ২৫ বছরের আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখে জানার চেষ্টা করা হবে ভাঙন প্রবণ এলাকাগুলিতে সারাবছর আবহাওয়া কেমন থাকে, বৃষ্টিপাত, ঝড় কেমন হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি।

বার্তা

দুর্ভোগ : কলকাতায় বর্ষা এখন অনেকদূর, তথাপি দু'এক পশলা বৃষ্টিতে সরসুনার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে জমা জলে যন্ত্রণাদায়ক ছবি : বরুণ মণ্ডল

ঘন কালো : কতদিন বাইক মেইনটেন্যান্স হয়নি তা বোধ হয় মালিকেরও অজানা, সাইলেন্সার পাইপ থেকে বেরোচ্ছে মশা তাড়ানোর ধোঁয়া। ছবি : অভিজিৎ কর

গঙ্গাপুজো : গুপ্তিপাড়া ঘাটে গঙ্গা আরতি। ছবি : সুব্রত মণ্ডল

কৃষির যোগ্য : ২৮ মে বাঁকুড়ার কেশিয়াড়া শিব মন্দিরে বিশ্ব শান্তিরক্ষা এবং কৃষিকাজের কামনায় শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরনার ১০৮ ঘটি জল ও ১০৮ পদ্ম দিয়ে হল রুদ্রাভিষেক এবং অনুষ্ঠিত হয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞানুষ্ঠান দেখতে কেশিয়াড়া সহ আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামের ভক্তের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শেষে অগুণিত ভক্তদের বিতরণ করা হল খিচুড়ি প্রসাদ। ছবি : সুকান্ত কর্মকার

ক্ষণিকের ভ্রমণ তালিকায় থাকুক পাটুলি-অগ্রদ্বীপ

দেবাশিস রায়

একঘেঁয়ে জীবনে ক্লান্তি গ্রাস করছে। এই একঘেয়েমি থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে মনটায় উড়ু উড়ু ভাব। কিন্তু, ইঁদুরদৌড়ের জীবনে 'উঠলো বাই তো মক্কা যাই' বললেই তো আর হল না। হাতে যে সময় বড্ড কম। তবে, এরই মধ্যে একদিনের জন্য একটু স্বাদ বদল করাই যাই এবং এক্ষেত্রে শর্ট ট্রিপের তালিকায় রাখতে পারেন পূর্ব বর্ধমান জেলার 'পাটুলি-অগ্রদ্বীপ'। এক্ষেত্রে সাধারণ মানের হোটেলের ওপরে ভরসা না করে খাবারদাবার সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। কলকাতা থেকে মেরেকেটে ১৫০ কিমি দূরে ভাগীরথী তীরবর্তী পাশাপাশি বিস্তীর্ণ প্রাচীন দুই জনপদ পাটুলি এবং অগ্রদ্বীপ। হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছবেন পাটুলি স্টেশন। সেখান থেকে টোটো নিয়ে সোজা চলে যান স্বামী দেবানন্দ মহারাজের আশ্রমে। ভাগীরথী নদীর ডান তীরে নিরিবিলি ও ছায়াঘন নান্দনিক পরিবেশে গড়ে ওঠা এই আশ্রম ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়ে দেবে আপনার যাবতীয় ক্লান্তি ও অবসাদ। এখানে নদীর ফুরফুরে শীতল হাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারপর চলুন জগৎবিখ্যাত 'পুতুলগ্রাম' নতুনগ্রাম। পূর্ব রেলের হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে পাটুলি স্টেশনের অদূরে অবস্থিত এই নতুনগ্রামকে কাঠপুতুল তৈরির সুতিকাগার বলা হয়। অসংখ্য পরিবার কাষ্ঠখোদাই শিল্পকে নির্ভর করে বেঁচে রয়েছে। গ্রামের একাধিক শিল্পী তাঁদের অসাধারণ শিল্পকর্মের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মানিতও হয়েছে। ডিজিটাল দুনিয়ার দৌলতে এখানকার শিল্পকর্মগুলি বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কদর পাচ্ছে। শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁদের কাজ দেখার পাশাপাশি শিল্পসামগ্রীও কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। এখানেই রয়েছে স্বামী প্রজ্ঞাদাস কাঠিয়া বাবাজির সুবিশাল মন্দির সহ তপোবন। এরপর আপনি এখান থেকে টোটো করে পৌঁছে যান বহড়া ছাপাখানাডাঙায়। এখানে রয়েছে দেশীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র বঙ্গাল গেজেটির সম্পাদক তথা লেখক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মভিটা। এখান থেকে

৪ কিমি দূরবর্তী অগ্রদ্বীপ ঘাট। খেয়াঘাট থেকে নৌকায় ভাগীরথী নদী পেরিয়ে কিছুটা গেলেই অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র অগ্রদ্বীপ গ্রাম। এখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মন্দির। অগ্রদ্বীপ গ্রাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম পবিত্র ভূমি। এই অগ্রদ্বীপ গ্রামেই জন্মেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরি। কমিউনিস্ট চিন্তাধারার সুবোধ চৌধুরি বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর বিকালে চলে আসুন অগ্রদ্বীপ কিংবা পাটুলি স্টেশন। তারপর ট্রেন ধরে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অনায়াসেই বাড়ি ফিরে যান।

প্রাচীন জয়চণ্ডী মায়ের রূপ পরিবর্তন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর মোয়ার শহর হিসাবে পরিচিত হলেও জয়নগর নামের সৃষ্টি বহু প্রাচীন জয়চণ্ডী মাতার নাম অনুসারে। প্রতিবছর জৈষ্ঠ্যমাসে একপক্ষ কাল ধরে এই জয়চণ্ডী মায়ের রূপ পরিবর্তন হয়। এই রূপ পরিবর্তন জয়নগরে আরেক প্রাচীন ধন্বন্তরী কালী মায়ের বৈশাখ মাসে হওয়া এক পক্ষকালের রূপ পরিবর্তনের মতন জনপ্রিয়তা না পেলেও আদি এই ঠাকুরের জনপ্রিয়তাও কম নয়। এক সময় আদিগঙ্গা এখান থেকেই প্রবাহিত হত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আদি গঙ্গার তীর ধরে কাশিনগরের চক্রতীর্থ ভ্রমণ করে জয়নগর হয়ে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে গমন করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, জয়নগরের রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল, করদ রাজ্যের নরপতি হিসেবে রাজা সুবুদ্ধি রায় রায়নগর রাজ্য, সূর্যপুর এবং সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার কিছু অংশ শাসন করতেন। ১০০১ সালে যখন সমগ্র জয়নগর ভেসে যায়, রায়নগর রাজ্যের অধিকাংশ জনমানবহীন হয়ে পড়ে। নীলকণ্ঠ মতিলাল মগধের যুদ্ধে প্রাণ হারালে তার ভাই সপরিবারে যশোরে চলে যান, কিন্তু কয়েক পুরুষ পরেই ওই বংশের সন্তান গুনানন্দ মতিলাল পৈতৃক সম্পত্তি ও কুলদেবী জয়চণ্ডী দেবীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে মন্দির ছিল খড়ের চলের কুড়ে ঘরে। সেই মূর্তির পাশে দারু নির্মিত নতুন মূর্তি তৈরি করা হয়। প্রায় ১০২২ বছর যাবৎ দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। জানা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শুক্ল প্রতিপদ থেকে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পক্ষকাল জুড়ে দেবীর এই রূপ পরিবর্তনের মেলা ও পুজো হয়ে আসছে। দেবীর কাছে মানত করলে মনোবাসনা পূরণ হয়।তাই তো দেবী এখানে সারাবছর পূজিতা হয়ে চলেছেন। এও জানা যায়, জয়নগরকে অশুভ শক্তির হাত থেকে দিনের পর দিন একইভাবে রক্ষা করে আসছে দেবী জয়চণ্ডী মাতা। এবছর একপক্ষ কাল ব্যাপী এই রূপ পরিবর্তন শুরু হয়েছে বুধবার ২৮ মে চলবে ১১ জুন অবধি। সেভাবে এই রূপ পরিবর্তন পরিচিতি না পেলেও আশেপাশের এলাকা থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ আসেন প্রতিবছর রূপ পরিবর্তন দেখতে। মায়ের এই অপরূপ পরিবর্তন দেখতে চলে আসতেই পারেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে নামখানা লোকালে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে নেমে পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে জয়চণ্ডী মন্দিরে আসতে সময় লাগবে মাত্র ১০ মিনিট। তাই জয়নগরের নামের মাহাত্ম্য খুঁজতে ঘুরে যেতে পারেন ও দেবীর দর্শন করে যেতে পারেন।

পুস্তক সমালোচনা

সোহাগ মাখা ছড়ার ভুবন

বিধান সাহা

৪০টি ছড়া নিয়ে তপন কুমার বিশ্বাসের ছড়ার গ্রন্থ ছন্দে গড়া মধুর ছড়া। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ঢেউ পত্রিকার সম্পাদক সমর দুবে। অল্প কথাতেই সংকলিত ছড়াগুলি বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, গ্রন্থটিতে শিশু মন খুঁজে পাবে তার নিজস্ব পরিমণ্ডল। সহজসরল ছড়াগুলির পরতে পরতে মিশে আছে চিরায়ত আনন্দ, নানান সুখ সমৃদ্ধ প্রশ্ন ও প্রত্যয়।

গ্রন্থের প্রথম ছড়া ফুল পাখি শিশু। একই ছড়াতে ফুল, পাখি ও শিশুদের প্রসঙ্গ আলাদা করে রচিত হয়েছে। শেষ দুই পংক্তিতে ছড়াকার বলেছেন, ফুল পাখি শিশু সত্য শুচি শুভ প্রিয়/ আপনাকে তাহাদের মাঝে খুঁজে নিও।

দোয়েল, শেয়াল, ময়না, চিংড়ি, বিড়াল– এই প্রাণীগুলিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মজাদার ছড়া। বিড়ালের স্বভাব ফুটিয়ে তুলেছেন ছড়াকার বিড়াল ছড়াতে। সেখানে তিনি বলেছেন, বড় লোভী, চুপচাপ, দৃষ্টি লোলুপ/ মিটিমিটি চায় শুধু মিউমিউ চুপ।

নববর্ষ, পৌষ পার্বণ, নবান্ন, শারদীয়া উৎসবের প্রসঙ্গও ধরা পড়েছে ভিন্ন ভিন্ন ছড়াতে। আসছে পুজো নামেও একটি ছড়াতে শারদীয়া উৎসবের আবহ ধরা পড়েছে। গ্রন্থের শেষ আগমনী। এখানে বানানটি লক্ষণীয়। চোদ্দ পংক্তির এই ছড়াতে ফুটেছে পুজোর পরিবেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ছড়াকার বলেছেন, শিশু

কিশোর অর্ঘ্য সাজায় প্রাণের পরশ দিয়ে/ মা আসছে ধরার বুকে ছেলে মেয়ে নিয়ে।

গ্রন্থের নামে প্রকাশিত ছড়া ছন্দে গড়া মধুর ছড়া। পাঁচ পংক্তি করে তিনটি পর্বে রচিত ছড়ার শেষ পংক্তিতে ধরা পড়েছে ছড়াকারের প্রাণের কথা, ছোট্ট প্রাণে মিলন গানে ভাসাই মিলন তরী।

চাঁদমামা, চন্দ্র অভিযান, পণ, ফুল, নাকছাবি, বইমেলা, রঙ খেলা বিষয়ে ছড়াগুলিও উল্লেখযোগ্য।

সহজ সরল শব্দ চয়ন ছড়াকারের নিজস্বতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। ছড়াগুলি তাই মনের তন্ত্রে বাজতে থাকে।

সমর দুবের রঙিন প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে। গ্রন্থের বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

ছন্দে গড়া মধুর ছড়া– তপন কুমার বিশ্বাস। প্রকাশক– অভিজিৎ রায়, আকাশ, ৫২/জি/১, ডলি আবাসন, বাবুপাড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ– ৭৪২১০১, মূল্য– ১২০ টাকা।

গাছ বাঁচানোই হোক মূল লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতিবারই এদিনটি বিশ্বজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এবারও যার অন্যথা হয়নি। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই বৃক্ষরোপণ সহ র‍্যালি, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে এদিনটি উদযাপিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ সহ রাজনৈতিক দলগুলি শামিল হয়েছিল এদিনের নানাবিধ কর্মসূচিতে। এদিন পাড়ায় পাড়ায় চারাগাছ লাগানোর কার্যত ধুম পড়ে যায়। কোথাও কোথাও বাসিন্দাদের মধ্যেও চারাগাছ বিলি করাও হয়েছে। এদৃশ্য প্রতিবারই চোখে পড়ে। এবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে, পরিতাপের বিষয় এই যে বিস্তর ঢক্কানিনাদ সহ প্রচার সর্বস্ব স্বার্থের কারণে প্রতিবারই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের যেরকম উৎসাহ থাকে পরবর্তীতে গাছগুলো পরিচর্যার

জন্য আর সেভাবে উদ্যোগ চোখে পড়ে না। একাধিক মহলের মত, বৃক্ষরোপণের পর চারাগুলির পরিচর্যায় যদি উদ্যোক্তারা যথাযথ দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিত তাহলে প্রতিটি এলাকা সবুজে সবুজে ভরে উঠতে দেখা যেত। আধুনিক জীবনযাত্রার ছোঁয়ায় বাংলার পথে–প্রান্তরে তাকালে প্রতিনিয়ত কংক্রিটের জঙ্গল সহ নিষিদ্ধ প্ল্যাস্টিকের আবর্জনায় ঢাকা পড়ছে দেখা যায়। তবে, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ভয়ংকরভাবে ক্ষতির সম্মুখীন জীবজগতকে রক্ষা করতে প্রতিটি মহল্লায় অবিলম্বে গাছগাছালিতে ভরা সবুজের পরিবেশ গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে সকলকেই। প্রসঙ্গত, পরিবেশ রক্ষায় রাজ্যজুড়ে যেসব সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তাদের মধ্যে অন্যতম পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রকৃতি ও প্রাণী প্রেমী সংস্থা। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই সংস্থাটির বছরভর নানাবিধ কাজকর্ম পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মাছ ছাড়া হল গঙ্গায়

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভাগীরথী নদীকে আবর্জনা ও প্লাস্টিক মুক্ত রাখতে এবং নদীতে দেশীয় রুই কাতলা মৃগেল সহ অন্যান্য মাছের জোগান ঠিক রাখতে চারা মাছ ছেড়ে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করল বারাকপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা দপ্তর। ৫ জুন বলাগড়ের ব্লকের শ্রীপুর বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজবংশী পাড়া ঘাটের মাঝ নদীতে একাধিক প্রজাতির মাছের চারা ছাড়া হয়। এরপর নদীপাড়ে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক দিব্যেন্দু সিং। অন্যদিকে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল শ্রীপুর বলাগড় মৎসজীবি সমবায় সমিতি ও শ্রীপুর বলাগড় ভাগীরথী মৎস সমবায় সমিতি, সবুজায়নের লক্ষে স্থানীয় নদীতীরে চারা গাছ রোপণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের মধ্যদিয়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ৩ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর সভ্যসভ্যারা মিলিত হয়েছিলেন আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণানুষ্ঠানে। সভাপতিত্ব করলেন সংস্থার সহ–সভাপতি ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের উপর আলোচনা করলেন। সংস্থার সভ্যসভ্যারা কবিতায়, গানে, আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. কৃষ্ণপদ দাস, দীপান্বিতা সেন, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, যীশু দাস, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, বিভাস দে, সুস্মিতা দাস, গোপাল দাস, শর্মিষ্ঠা সিনহা প্রমুখজনেরা। আড়াই ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সঞ্চালনা করলেন সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। শেষে তিনি গান শোনালেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

সাবমেরিনের বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ ২ নম্বর ব্লকের কালিনগর সাবমেরিন ক্লাব আয়োজন করেছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত, এই ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উৎসব চলছে এবং এই উপলক্ষে সারা বছর ধরে ৫০ টি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নেওয়া হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন ছিল ৪২ তম কর্মসূচী। এই কর্মসূচী উপলক্ষে প্রচুর গ্রামের পুরুষ মহিলা ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, বজবজ ২ নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শওকত আলী, সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ মইদুল, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও সাংবাদিক কুনাল মালিক। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কালিনগর মহিলা সমিতির সদস্যরা সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলের হাতে চারা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সম্পাদক ও বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডা: তরুণ রায়।

সুন্দরবনের ভূমি ক্ষয় রোধে সবুজ বাহিনীর অবদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝড়খালি : সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ক্রমাগত নদী ভাঙন ও ভূমি ক্ষয়ের শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের ফলে এখানকার নদীবাঁধ ও উপকূলীয় এলাকা বিপদে পড়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ মূলত লবণ সহিষ্ণু গাছ, যেগুলি নদীর তীর বা জোয়ার–ভাটার এলাকায় জন্মায়। এদের পেঁচানো ও ছড়ানো শিকড় শক্তভাবে মাটি আঁকড়ে ধরে, স্রোতে মাটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। ম্যানগ্রোভ কেবল ভূমি ক্ষয় রোধেই সহায়তা করে না, বরং ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় ঢেউয়ের গতি কমিয়ে গ্রামের বসতিকে রক্ষা

করে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালী এলাকায় গঠিত হয়েছে এক অনন্য স্বেচ্ছাসেবী দল–ঝড়খালী সবুজ বাহিনী। গত নয় বছর ধরে এই বাহিনীর প্রায় ৩০০ জন মহিলা সদস্য, নিজেদের সংসার সামলিয়ে, নদীবাঁধ রক্ষায় ম্যানগ্রোভ চারা রোপণে যুক্ত হয়েছেন। তারা নিয়মিত নদীর পাড় ঘুরে পাড়ভাঙন চিহ্নিত করেন এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় চারা রোপণ করেন। অনেকক্ষেত্রে তারা নিজেরাই চারা সংগ্রহ ও পরিচর্যা করেন, যাতে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে মানানসই গাছ লাগানো যায়।

সংগঠনের সম্পাদক প্রশান্ত সরকার জানান, 'এই ম্যানগ্রোভ রোপণ কেবল প্রকৃতি রক্ষাই নয়, একপ্রকার সামাজিক আন্দোলন। আমাদের মা–বোনেরা এখন নিজের পরিবেশ রক্ষার যোদ্ধা।' এই উদ্যোগে নারীরা যেমন পরিবেশ রক্ষা করছেন, তেমনই তাদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতাও বেড়েছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ঝড়খালী এলাকার বেশ কিছু নদীপাড়ে ভাঙন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ম্যানগ্রোভের সবুজ বেষ্টনী এখন এলাকার বাসিন্দাদের প্রাকৃতিক ঢাল হয়ে উঠেছে। ঝড়খালী সবুজ বাহিনীর এই প্রচেষ্টা আমাদের শেখায়– পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় মানুষই সবচেয়ে বড় শক্তি।

বন্ধুত্বের গল্প নিয়ে নতুন ছবি 'কেয়ার অফ এ জার্নি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে বন্ধুত্বের গল্পে বনি সেনগুপ্ত। প্রকাশ্যে ছবির টিজার পোস্টার। টিজার পোস্টারে ধরা পরলো গ্রাম ও শহরের মিশ্রণ। একজন মানুষের জীবনের বন্ধু কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা দেখা যাবে বনি সেনগুপ্ত এর নতুন

ছবিতে। প্রকাশ্যে ছবির নাম 'কেয়ার অফ এ জার্নি'। পরিচালক প্রতীক সরকার। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে তৃষাণজিৎ চৌধুরীকে। ছয়–সাত বছরের ছেলে পাটু, তিনকুলের কেউ নেই। বৃদ্ধা ঠাকুমার সাথে বাস করে পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। মা তার কবেই মারা গিয়েছে। বাবা তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে শহরে। কিন্তু মন তো মানে না, বাবা কে খোঁজার কবে থেকে ইচ্ছে রয়ে গিয়েছে পাটুর। একদিন গরমের ছুটিতে কাউকে না জানিয়ে পাটু একা পাড়ি দেয় শহরের উদ্দেশ্য বাবাকে খোঁজার জন্য। কিন্তু এ শহরে তো সে কাউকে চেনে না। হঠাৎ দেখা হয় বামা নামক একজনের সাথে। যদিও বামা বয়সে অনেকটাই বড়ো তার থেকে। কিন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়তে থাকে। শুরু হয় গল্পের মূল প্লট। পাটুর বাবাকে খোঁজার জন্য এক জার্নি শুরু হয় বামা আর পাটুর। এবারে গল্প কোন দিকে যাবে, সেই সব নিয়ে ছবি 'কেয়ার অফ এ জার্নি'। ছবিতে বামার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে। ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করছেন সুপ্রিয় দত্ত। শুটিং হবে কলকাতা ও তার আসেপাশে। তবে পরিচালক এখনো সিনেমার নায়িকার নাম প্রকাশ করতে নারাজ, থাকবে নামকরা কোনো অভিনেত্রী। ছবিটি মুক্তি পাবে মহাদিগন্ত কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কের ব্যানারে ময়ূখ দাসের প্রযোজনাতে। শ্যুটিংয়ের দ্বায়িত্বে রয়েছেন স্বপন শীল। অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত জানান, 'এটা একটা বন্ধুত্বের গল্প। বন্ধুত্বের কোনো বয়স হয় না। বামা আর পাটুর বন্ধুত্ব এই ছবির প্রান। পুরোপুরি মাটির গল্প বলবে এই ছবি। পাটুর সাথে বামার আত্মার সম্পর্ক দেখা যাবে এই ছবিতে। ২জন অসমবয়সী বন্ধুর জার্নি এই ছবি। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।' ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন ঋষি ঘটক ও শিঞ্জন বসু। খুব তাড়াতাড়ি ছবির শ্যুটিং শুরু হবে।

চক মানিকে বৃক্ষরোপণ ও সমবায় শীর্ষক আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবং আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জেলা সমবায় দপ্তরের উপস্থাপনায় এবং ইউনিয়ন ফার্মার্স সার্ভিস কো–অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালনায় চক মানিকে বৃক্ষরোপণ উৎসব এবং 'পরিবেশ ভাবনায় সমবায়' শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল।। স্বাগত বক্তব্যে চেয়ারম্যান বিধান সামন্ত বলেন, আগামীদিনে সমবায়ের আরো পরিষেবা মানুষের উদ্দেশ্যে করা হবে। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা সমবায় পরিচালন বোর্ডের মেম্বার সুব্রত ব্যানার্জি বলেন, সমবায়ের নতুন পরিচালন কমিটি তৈরি হয়েছে সকলে মিলেমিশে যেন স্বচ্ছ ভাবে কাজ পরিচালনা করেন। জেলা সমবায় আধিকারিক গরিমা দত্ত ঘোষ বলেন, ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এটা খুব ভালো বিষয়। পরিবেশ এবং সমবায় দুটোর সঙ্গে একটা সংযোগ আছে যা মানুষের বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। উপস্থিত ছিলেন সমবায় পরিচালন সমিতির সহ–সভাপতি সুলতা দাস, সম্পাদক স্বপন কুমার রায়, বোর্ড মেম্বার মহিউদ্দিন শেখ, তাপস কুমার সামন্ত এবং শেখ বাপি। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন সমবায় পরিচালন সমিতির সদস্যা ব্রততী ঘোষ। এই আলোচনা সভার পর বৃক্ষরোপণ উৎসব করা হয়।

মহিলাদের পরিচালিত লোকনাথ পুজো

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: ৩ জুন বাবা লোকনাথের ১৩৫ তম তিরোধান দিবসে দেশবন্ধু পাড়ায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বাবা

লোকনাথের তিরোধান দিবস উপলক্ষে বাবা লোকনাথের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জন মহিলা মিলে এই পুজোটি পরিচালিত করছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তারা জানিয়েছেন একসাথে আনন্দের সঙ্গে পুজোয় অংশগ্রহণ করতে পেরে তাদের খুব ভালো লাগে। পুজো উপলক্ষে অঞ্জলি প্রধান অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ভক্তদের জন্য ভোগ প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়। এদিন বাবা লোকনাথের বিভিন্ন মন্দিরে সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাসন্তীতে পরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু ও কিশোর সংগঠন তরুণতীর্থের শাখা আসর চম্পাবতীর উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল চম্পা মহিলা সমিতি, চম্পা শিশু উদ্যান, সারদা বালিকা বিদ্যামন্দির। পথমিছিলের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার শ্লোগান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ছিল অঙ্কন ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক আবৃত্তি সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন একাধিক ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও শতাধিক মায়েদের হাতে ফলের চারা তুলে দেন তরুণতীর্থের রাজ্যসাথী অমল নায়েক।

তিনি বলেন, 'পরিবেশকে সুস্থ রাখা আমাদের কর্তব্য। প্লাস্টিকমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলাই বিশ্ববাসীর লক্ষ্য হওয়া দরকার। গাছ লাগান, বাদাবন বন্যপ্রাণ রক্ষা করুন।'

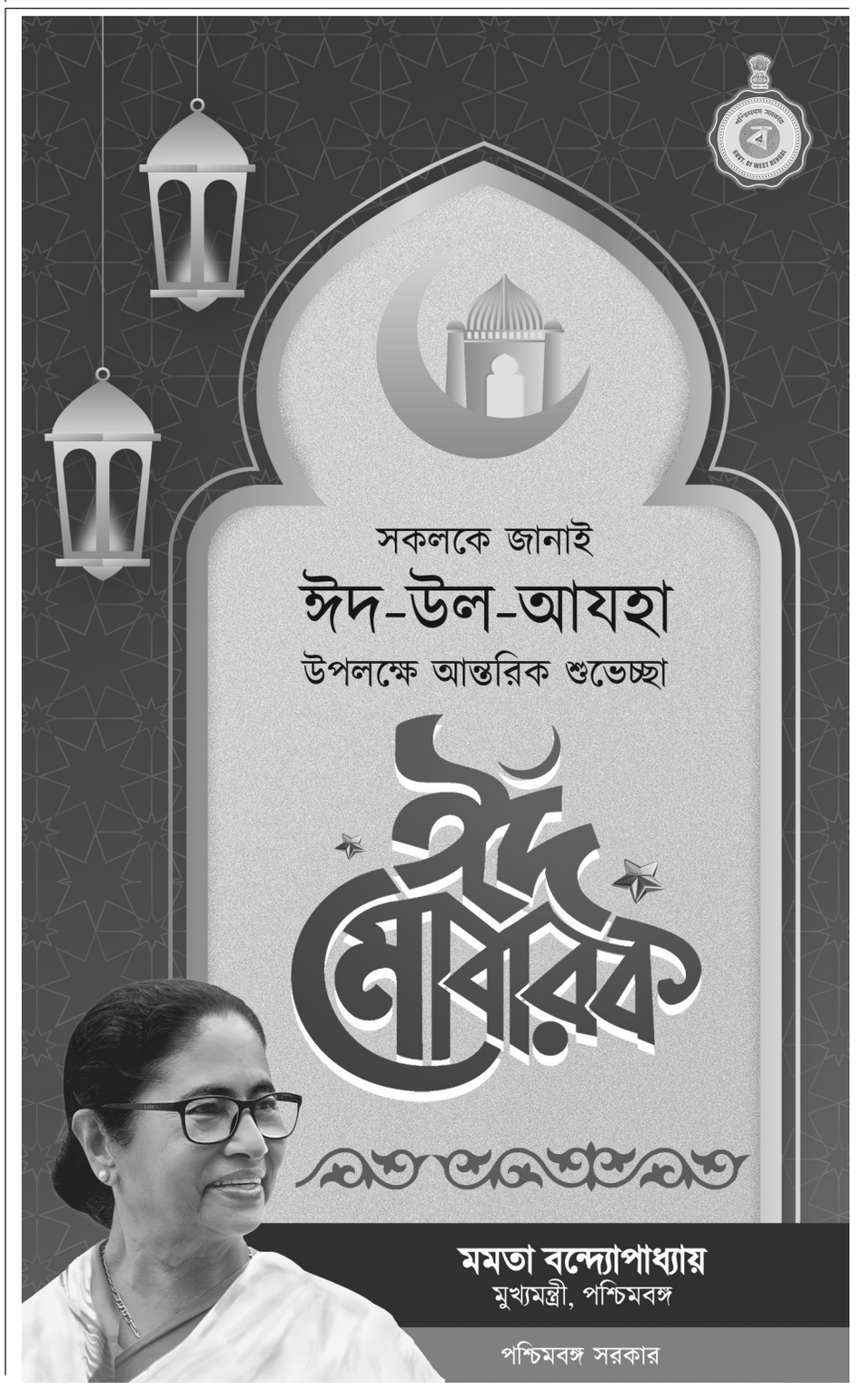

বাবার চিকিৎসার হাল ধরতে মেয়েই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর থানার ধোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলোনি পাড়ার বাসিন্দা দম্পতি বিজয় শিকারী ও সুচিত্রা শিকারী। অদম্য জেদ আর লড়াইয়ে সামিল হয়ে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে নবীনচাঁদ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সুমিত্রা। নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারের বিজয় কোন রকমে মশলা মুড়ি বিক্রি করে সংসার চালাতেন। প্রায় দুবছর আগে হার্টের রোগ ধরা পড়ে বিজয়ের, বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়ে সবশেষ। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের কাছে চিকিৎসা করানোও দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে। বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ। ওষুধের জন্য প্রতিমাসে প্রয়োজন প্রায় দুহাজার টাকা। এমনকি দৈহিক গঠনও হ্রাস হতে থাকে বিজয়ের। এমনত অবস্থায় দুরারোগ্য রোগে

আক্রান্ত বাবাকে সুস্থ করতে মরিয়া একমাত্র মেয়ে। পড়াশোনার করে চিকিৎসক হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংসারের হাল ধরেছে ছোট্ট সুমিত্রা। বর্তমানে বাবার পেশাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছে সে। স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে পাড়ায় পাড়ায় কিংবা বাজারে বেরিয়ে পড়ে মশলা মুড়ি আর ঘটি গরম বিক্রি করার জন্য। মাঝে মধ্যে মা সুচিত্রা ও সহযোগিতা করেন মেয়েকে। তার আশা বাবাকে একদিন সুস্থ করে তুলতে পারবে সে। সুমিত্রা জানিয়েছে, 'মশলা মুড়ি বিক্রি করে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ টাকা আয় হয়। সংসার খরচ, পড়াশোনা খরচ চালিয়ে বাবার ওষুধ কিনতে হয়। কোন কোন মাসে ওষুধ কেনা সম্ভব হয় না। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তাহলে হয়তো বাবাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলা সম্ভব হতো। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চাই। যাতে গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষরা চিকিৎসা পরিষেবা পায়।' অসুস্থ বিজয় অপলক দৃষ্টিতে চাতকের মতো মেয়ের উপার্জনের দিকে তাকিয়ে। সুস্থ হয়ে বাঁচার আশায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছেন। এলাকার মানুষের দাবি, 'সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সুমিত্রা একদিন সফল হবেই।'

নারী সুরক্ষা সম্মান পেলেন সুমিত্রা

দীপংকর মান্না: ২৫ মে আমতার খড়দহ নিউ এজ সোসাইটি তাদের রবীন্দ্র নজরুল উৎসব উপলক্ষে ঝর্ণা দে নারী সুরক্ষা সম্মান জানান লড়াকু মহিলা সুমিত্রা ঘোড়ুইকে। সুমিত্রার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা পরিবেশবিদ ডাঃ সৌরেন্দু শেখর বিশ্বাস ও কল্যানী পালুই। শিক্ষক, গবেষক ও সংস্থার সভাপতি সায়ন দের প্রয়াতা মাতা ঝর্ণা দের স্মৃতি স্বরূপ এই সম্মাননা।

আমতার ভগবতীপুর গ্রামের সুমিত্রা ঘোড়ুইয়ের লেখাপড়া না করার কারণে মাঠে মাঠে কাজ করে। স্বামী মদ্যপ অত্যাচারে ঘরে অশান্তির শেষ নেই। শুধু সুমিত্রার নয়, অশান্তি পাড়ায় পাড়ায় একই ঘটনা। এই কারণেই এলাকায় চোলাই বিক্রি ও চোলাই খাওয়ানো বিরুদ্ধে কোমর বাঁধে সুমিত্রা। লড়াকু সুমিত্রা চোলাই ঠেক দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাড়া করে। পদে পদে বাধা পায়। সুমিত্রাকে সাহস জোগায় চোলাইয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কল্যানী পালুই। এখন থেকে প্রতিবছর যারা মাঠে ময়দানে নেমে নারী সুরক্ষা ও নারী সম্মানের জন্য দৃষ্টান্তমূলক লড়াই করবে, তাদের দেওয়া হবে এই সম্মান, জানালেন শিক্ষক গবেষক সায়ন দে।

১৮ বছর, ২৬৭ ম্যাচ ও ৮৬৬১ রানের বিনিময়ে পাওয়া কোহলির এই ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঞ্জাব কিংসের ইনিংসে শেষ ওভারে দ্বিতীয় বলের পরই আবেগ পেয়ে বসে বিরাট কোহলিকে। জয়ের জন্য পাঞ্জাবের দরকার তখন ৪ বলে ২৯ বোলার জশ হ্যাজলউড অবিশ্বাস্য কোনও ভুল করে না বসলে এখান থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর না জেতার কোনও কারণ নেই। তখন দুহাতে মুখটা একবার ঢেকে ফেলেন কোহলি। ১৮টি মরসুম ধরে যে ট্রফির অপেক্ষায় ছিলেন, সেটা অবশেষে অর্জন করার দোরগোড়ায় পৌঁছে কেমন লেগেছে বেঙ্গালুরু তারকার? পাঞ্জাবকে ৬ রানে হারিয়ে আইপিএল জয়ের পর ধারাভাষ্যকার ম্যাথু হেডেনকে সে কথাই বলেছেন কোহলি, 'এ জয় দলের জন্য যতটা, সমর্থকদের জন্য ততটাই। দীর্ঘ ১৮ বছর কেটে গেল। এই দলকে আমি নিজের যৌবন, নিজের সেরা সময় ও অভিজ্ঞতা বিলিয়ে দিয়েছি। প্রতি মরসুমে এটা (আইপিএল ট্রফি) জেতার চেষ্টা করেছি, নিজের সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছি। এ মুহূর্তের দেখা পাওয়া আমার কাছে অবিশ্বাস্য অনুভূতি।'

২০০৯, ২০১১ ও ২০১৬ আইপিএল ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বেঙ্গালুরু। কোহলিও ভেবেছিলেন আর বুঝি হবে না! এই একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে আইপিএলের শুরু থেকে চেষ্টা তো আর কম করেননি। কিন্তু এবার শেষ পর্যন্ত আরাধ্য ট্রফিটার দেখা পাওয়া, গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের সামনে সেই ট্রফি উঁচিয়ে ধরা—কোহলির কাছে অসাধারণ এক অনুভূতি, 'এই দিনটির দেখা পাব কখনো ভাবিনি। শেষ বলটি হওয়ার পরই আবেগ ভর করেছে। এটা আমার কাছে অনেক কিছু। দলটির জন্য আমি নিজের প্রতি আউন্স এনার্জি সমর্পণ করেছি। শেষ পর্যন্ত এটা জিততে পারা অসাধারণ ব্যাপার।'কোহলির কেরিয়ারে অর্জন কম নেই। গত ১২ মাসের কথাই ধরুন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছেন। ১৮ বছরে ২৬৭ ম্যাচ ও ৮ হাজার ৬৬১ রানের বিনিময়ে পাওয়া আইপিএল খেতাবকে

এসব সাফল্যের পাশেই রাখছেন কোহলি। শুধু তাই নয়, বেঙ্গালুরুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে কোহলি বলেছেন, '১৮ বছর ধরে নিজের সবকিছু নিংড়ে দিয়েছিল। এই দলটির প্রতি অনুগত থেকেছি। এমন কিছু মুহূর্ত এসেছে, যখন অন্য কিছুও ভেবেছি। তবু এই দলের সঙ্গে থেকেছি, আমি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি, তারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সব সময় তাদের হয়েই এটা (আইপিএল) জেতার স্বপ্ন দেখেছি।' আইপিএলে নিজের কেরিয়ারের শেষ দিন পর্যন্ত কোহলি বেঙ্গালুরুতেই খেলতে চান, 'অন্য কারও হয়ে জেতার চেয়ে এটা বিশেষ কিছু। কারণ, আমার হৃদয় বেঙ্গালুরুর সঙ্গে। যেটা বলেছি, এই দলটির হয়ে আমি আইপিএলে নিজের শেষ দিন পর্যন্ত খেলব।'

কেরিয়ারে সব সময় বড় টুর্নামেন্ট ও বড় মুহূর্তগুলো জিততে চেয়েছেন কোহলি। তাতে সাফল্যের ঝুলিও কম ভারী হয়নি। শুধু আইপিএল ট্রফিটাই এত দিন ছিল না। আহমেদাবাদে তার দেখা পেয়ে যাওয়ার পর কোহলি কতটা নির্ভার, সেটা তাঁর মুখেই শুনুন, 'আমি বড় টুর্নামেন্ট, বড় বড় মুহূর্ত জিততে চেয়েছি, এত দিন এটাই (আইপিএল ট্রফি) ছিল না এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোবো আমি।' বেঙ্গালুরুর হয়ে সর্বোচ্চ রান (৬৫৭) নিয়ে এবারের মরসুম শেষ করলেন কোহলি। ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতে এমন আনন্দের মুহূর্তে তাঁর কাছে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। টেস্ট ক্রিকেট তাঁর কাছে কতখানি—এ প্রশ্নের উত্তরে এই সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রথম এ বিষয়ে মুখ খোলেন কোহলি, 'এই মুহূর্তটি (আইপিএল জয়) কেরিয়ারের সেরা মুহূর্তগুলোর একটি। কিন্তু তারপরও এটা টেস্ট ক্রিকেট থেকে পাঁচ স্তর নিচে। টেস্ট ক্রিকেটকে আমি এতটাই মূল্য দিই, এতটাই ভালোবাসি।' টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে তরুণদের পরামর্শও দিয়েছেন কোহলি, 'আমি তরুণদের এই সংস্করণকে সম্মান করতে বলব। টেস্ট ক্রিকেটে পারফর্ম করলে পৃথিবীর যেখানেই যাও, লোকে হাত মিলিয়ে বলবে ভালো খেলেছ। বিশ্ব ক্রিকেটে সম্মান অর্জন করতে চাইলে টেস্ট ক্রিকেটে নিজেকে নিংড়ে দিয়ে কিংবদন্তিদের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করো।'

আতশ কাচে

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

এবারের মহিলা একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদ- আইসিসি কলম্বোতে টুর্নামেন্টের সময়সূচী ঘোষণা করেছে। টুর্নামেন্টের ১৩ তম সংস্করণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার পাঁচটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। আট দলের আইসিসি মহিলা মেগা ইভেন্টটি ভারতের বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, ইন্দোর ও বিশাখাপত্তনমে এবং শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল বেঙ্গালুরু বা কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হবে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান- এই আটটি দেশ মহিলা বিশ্বকাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

প্রো কবাডি নিলাম

প্রো কাবাডি লিগের ১২তম সংস্করণের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে মুম্বইতে। ৩১ মার্চ ও ১ জুন এই নিলামে মোট ৫২৯ জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করেছে। ১২টি টিম এই নিলামে অংশগ্রহণ করেছিল। ইরানের মহম্মদ রেজা ২.২৩ কোটি টাকায় গুজরাট জায়েন্টে যোগ দিয়েছে। হরিয়ানার দেবাঙ্ক দালাল ২.২০ কোটি টাকায় বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্সে যোগ দিয়েছে। অপরদিকে, আশু মালিক ১.৯০ কোটি টাকায় দাবাং দিল্লিতে যোগ দিয়েছে। পাটনা পান্টার্সে অঙ্কিত জাগলান ১.৫৩ কোটি টাকায় যোগ দিয়েছে। অর্জুন দেশওয়াল তামিল থালাইভাসে ১.৪০ কোটি টাকায় যোগ দিয়েছে।

কলকাতায় বিদেশি কোচ

কলকাতা ফুটবল প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের প্রধান কোচ নিযুক্ত হয়েছেন ইয়ান চেং ল। এবার প্রথম কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে খেলতে নামছে এই দল। কলকাতার ৩২ বছর বয়সি এই চিনা-বংশোদ্ভূত ভারতীয় কোচ অনেক অল্প বয়সেই কোচিংয়ে ডিগ্রি পেয়েছে। ২০১২ সালে অনামী ক্যালকাটা ইউনাইটেড ক্লাবে কোচিং শুরু করলেও এরপর পাঞ্জাব এফসি, মহমেডান, টেকট্রো স্বদেশ ইউনাইটেড, আইজল এফসি, নেপালের বিরাটনগর সিটি এফসি, ভুটানের ড্রুক লায়ুল ও দিল্লি এফসিতে কোচিং করিয়েছেন তিনি।

থাইল্যান্ড ওপেন

ভারত থাইল্যান্ড ওপেন বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২টি সোনা, ১টি রুপো, ৫টি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। শেষদিনে ভারতের দীপক পুরুষদের ৭৫ কেজি বিভাগে উজবেকিস্তানকে ৫-০ স্কোরে পরাজিত করেছে। অন্যদিকে পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগে ভারতের নমন চিনের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সোনা জিতেছে। মেয়েদের ৮০ কেজি বিভাগে ভারতের কিরণ রুপো জিতেছে। মেয়েদের ৫১ কেজি ভারতের তামান্না, ৫৭ কেজি বিভাগে প্রিয়া, ৬০ কেজি বিভাগে সঞ্জু, ৭০ কেজি বিভাগে সানেহ এবং ৮০ কেজি বিভাগে লালফাকমাবাই রালতে ব্রোঞ্জ জিতেছে।

গুকেশ দুর্দান্ত

কেরিয়ারে প্রথমবার ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারালেন ডি গুকেশ। তা-ও আবার ক্লাসিক্যাল দাবায়। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুর ঘরে গিয়ে তাঁকে হারালেন দাবার বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। নরওয়ে ওপেনের ষষ্ঠ রাউন্ডে কার্লসেনের বিরুদ্ধে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় পিছিয়ে ছিলেন গুকেশ। সেখান থেকে ফিরে আসেন ভারতীয় দাবাড়ু। তাঁর কাছে হার মানতে পারেননি কার্লসেন। রেগে টেবিলে ঘুষি মারেন তিনি।

নীরজ ক্লাসিক

নতুন দিন ঘোষণা করা হল 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক'-এর। ২৫ মে হওয়ার কথা ছিল এই প্রতিযোগিতা। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। বেঙ্গালুরুতে ৫ জুলাই হবে সেই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাটি নীরজের নামে হলেও এর আয়োজক জেএসডব্লিউ স্পোর্টস। তারাই প্রতিযোগিতার নতুন দিন ঘোষণা করেছে।

পাটনার বিমানবন্দরেই ১৪ বছরের বৈভবের সঙ্গে দেখা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ১৪ বছর বয়সি বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ গোটা বিশ্ব। তারিফ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এবারে বিহারের ঝটিকা সফরে গিয়ে বৈভবের সঙ্গে দেখা হল প্রধানমন্ত্রীর। বিহারের কারাকাটের জনসভা করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়েই পাটনা বিমানবন্দরে বিহারের ভূমিপুত্র বৈভবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ারও করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'পাটনা বিমানবন্দরে তরুণ ক্রিকেট প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা আজ গোটা দেশের প্রশংসা কুড়োচ্ছে! আগামী দিনের জন্য ওঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা'।

গত বছর জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মেগা নিলামে মাত্র ১৩ বছর বয়সেই রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে ১.১ কোটি টাকায় দলে নেয়। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে নিজের আইপিএল অভিষেক ম্যাচেই বাজিমাত করেন বৈভব। এরপরই লাইমলাইটে চলে আসেন ১৪ বছরের কিশোর। শার্দুল ঠাকুরের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে আইপিএল কেরিয়ারের শুরু। এরপর গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫ বলে শতরান করে গড়েন আইপিএলের ইতিহাসে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও, তার দল অবশ্য এবারের আইপিএলে সাফল্য পায়নি। গ্রুপপর্বেই

বিদায় নেয় রাজস্থান। বৈভব ৭টি ম্যাচে ৩৬ গড়ে করেন ২৫২ রান, স্ট্রাইক রেট ২০৬.৫৫। চলতি আইপিএলে নিজের শেষ ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধেও মাত্র ৩৩ বলে ৫৭ রান করে বৈভব। গোটা দেশ যখন বৈভবকে নিয়ে চর্চায় মেতেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'আমরা সকলেই বৈভব সূর্যবংশীর পারফরম্যান্স দেখেছি। আইপিএলে অসাধারণ খেলছে। বিহারের ছেলে বৈভব এত অল্প বয়সেও এত বড় রেকর্ড তৈরি করেছে। অনেক পরিশ্রমের ফসল এটা। বিভিন্ন স্তরে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে কাজে লেগেছে'। ভাল পারফরমেন্সের সুবাদেই টিম ইন্ডিয়ার অনুর্ধ্ব ১৯ দলেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। রাজস্থানের বিদায়ের পর নিজের বাড়িতে ফিরে যান বৈভব। এবার পরিবার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করলেন।

জুনিয়রদের হাতেই আইপিএল পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার আইপিএলের উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছেন সাই সুদর্শন। বাঁহাতি এই ওপেনার রান করেছেন ৭৫৯, টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ। তাই উদীয়মান খেলোয়াড়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের পুরস্কার 'পার্পল ক্যাপ'টাও জিতেছেন গুজরাটের হয়ে খেলা এই ক্রিকেটার। সাই জিতেছেন 'ফ্যান্টাসি কিং অব সিজন' পুরস্কারও। টুর্নামেন্টের 'সুপার স্ট্রাইকার' হয়েছেন ১৪ বছর বয়সী ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী। এই মরসুমে সবচেয়ে বেশি ২৫ উইকেট পেয়েছেন গুজরাট পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। তাই তাঁর মাথায় উঠেছে 'অরেঞ্জ ক্যাপ'।সর্বোচ্চ ছক্কা এসেছে নিকোলাস পুরানের ব্যাট থেকে, ৪০টি। 'সুপার সিক্সেস অব দ্য সিজন' পুরস্কার পেয়েছেন এ ক্যারিবিয়ান। সবচেয়ে বেশি ৮৮টি চার মেরেছেন সাই সুদর্শন। তাই বেশি ৪ মারার পুরস্কারটিও জিতেছেন সাই।

স্টেট ইয়ুথ লিগে সেরা ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমবার আইএফএ ইয়ুথ স্টেট লিগ আয়োজন করেছিল। প্রথমবারই অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ভবানীপুর ক্লাব। শনিবার ফাইনালে তারা দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে ভবানীপুরের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সুখদেব মোহালি। দু'বছর আগে নার্সারি লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিল এই সুখদেব। এই প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে আগামী মরশুমে এআইএফএফের অনূর্ধ্ব-১৫ ইয়ুথ লিগ খেলার ছাড়পত্র পেল ভবানীপুর ক্লাব। অনূর্ধ্ব-১৫ ইয়ুথ স্টেট লিগের গ্রুপ পর্বের ন'টি ম্যাচের মধ্যে আটটি জিতেছে ভবানীপুর। গ্রুপ পর্বে এই দক্ষিণ দমদমের কাছেই হেরেছিল তারা। ফাইনালে সেই দলকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন সুখদেবরা। সুপার সিক্সের ছ'টি ম্যাচেই অপরাজিত ছিল ভবানীপুর। তারমধ্যে ৫টি জয় এবং ১টি ড্র করেছে তারা। প্রতিযোগিতায় মোট পনেরোটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি ম্যাচেই হেরেছে তারা।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাদের কুর্নিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি :অপারেশন সিঁদুর। থমকে গিয়েছিল আইপিএল ম্যাচ। মাঝে আটদিন বন্ধ থাকার পর ফের শুরু হয় টুর্নামেন্ট।ভারতীয় সেনাদের বীরত্ব ও লড়াইয়ে এরপর খেলা হলেই কুর্নিশ জানানো হয়েছিল। মঙ্গলবার শেষদিন আইপিএলের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে জানানো হল সম্মান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চ সাজানো হয়েছিল ভারতের জাতীয় পতাকার রং দিয়ে। গ্যালারিতে হাজির সমর্থকদের হাতে নজরে পড়েছিল জাতীয় পতাকা। গানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানান শঙ্কর মহাদেবন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন দুই ছেলে সিদ্ধার্থ এবং শিবম। একের পর এক দেশাত্মবোধক

গান শোনান তাঁরা। আধ ঘণ্টার অনুষ্ঠানে গাইলেন ৮টি গান। দেশের রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টার প্রতি সম্মান জানাতে একটি ভিডিয়োও প্রদর্শনী করা হয়। উত্তোলন হয় ভারতের তেরঙা ।আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে শঙ্কর মহাদেবন তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনায় অ্যায় ওয়াতন, লেহেরা দো এবং কান্ধো সে মিলতে হ্যায় কদম-গানগুলি গেয়ে স্টেডিয়ামের পরিবেশকে অন্যমাত্রায় পৌঁছ দেন। উপস্থিত ছিলেন, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ, বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি থেকে অন্যান্য কর্মকর্তারা।

প্রতিভার খোঁজে

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বীরভূমের ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জুন বোলপুরে আসন্ন ৪২তম জুনিয়র এবং ৩৯তম সাব জুনিয়র জাতীয় কিউরুগি এবং পুমসে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সাব জুনিয়র এবং জুনিয়র (ছেলে এবং মেয়ে) জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দল নির্বাচন - ২০২৫ করা হল বিডিটিএ তায়কোয়ান্দো ফয়্যালটি তাইকওন্দো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে । ১৩টি জেলা থেকে বাচ্চারা অংশগ্রহণ করে। বীরভূম জেলা থেকে আদিত্য ঠাকুর বাড়ি শ্রীনিকেতন, আকাশচন্দ্র বাসকি বাড়ি কামারপাড়া, অরজিত ঠাকুর বাড়ি বোলপুর এবং সুপ্রিতিক চ্যাটার্জী বাড়ি বোলপুর নির্বাচিত হয়েছে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ এর জন্য। ২৩,২৪ এবং ২৫ জুন চ্যাম্পিয়নশিপ হবে উত্তরাখান্ড হারিদুয়ারে। কোচ বুদ্ধিশ্বর মন্ডল বলেন, 'আমাদেরকে এই চ্যাম্পিয়নশিপে সহযোগিতা করেছে বোলপুর পৌরসভা মেডিকেল টিম দিয়ে, বোলপুর থানা সিভিক ভলেন্টিয়ার দিয়ে ।'

দার্জিলিংয়ে ৩দিন ব্যাপী জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের ভানু ভবন, গোর্খা রঙ্গমঞ্চ ভবনে তিন দিনব্যাপী 'সেকেন্ড আইএসকেএফ সুতকান ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপ ২৫' হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সহ সিকিম, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্নাটক, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতাটির আসর জমে উঠেছিল। জিটিএ প্রধান অনিতকুমার থাপা, দার্জিলিং লোকসভার সংসদ সদস্য, কার্সিয়াং পুরসভার চেয়ারম্যান ব্রিগেন গুরুং প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথিজনের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার শ্রীবৃদ্ধি করে। প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিদের সামগ্রীক সাফল্য সকলের নজর কেড়ে ছিল। এই জেলার অন্যতম ক্যারাটে প্রশিক্ষক পরিতোষ শিকদার জানিয়েছেন, তাঁর টিমের অধীনে মোট ২২ জন শিক্ষার্থী এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। টিমের সকলের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য এই প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগ মিলে মোট ১৫টি গোল্ড, ১৪টি সিলভার এবং ২১টি ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ হয়েছে।

তিরন্দাজিতে জাতীয়স্তরে সাফল্যের পরেও টোটো চালাচ্ছে লোকনাথ

অভীক মিত্র, নানুর : এক দশক আগে তিরন্দাজিতে নজর কেড়েছিল নানুর ব্লকের উচকরণ গ্রামের লোকনাথ হাজরা। নানুর চন্ডীদাস স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন রাজ্য তথা জাতীয়স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় লক্ষ্যভেদে সাফল্য অর্জন করেছিল লোকনাথ। যদিও সেইসময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিলেও শেষমেশ পরিস্থিতির কাছে হার মেনে সংসারের প্রয়োজন মেটাতে টোটো চালকের জীবন বেছে নিতে হয়! তবে কিছুক্ষেত্রে স্বপ্নের পুনরুত্থান হয় রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতই! নানুরের যমুনা হাজরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর লোকনাথের স্বপ্নের কার্যত পুনরুত্থান হয়েছে শ্যালক আদিত্য হাজরার মধ্যদিয়ে। বিয়ের পরপরই আদিত্যকে স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়ে তিরন্দাজিতে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে সে। এক্ষেত্রে আদিত্যর কাছে জামাইবাবু লোকনাথ হয়ে ওঠে একাধারে কোচ ও অভিভাবক। এরপরেই ২০২২ সালে আদিত্যকে বোলপুরের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার শিবিরে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে। খুব অল্পসময়েই ধনুর্বিদ্যা রপ্ত করে একের পর এক আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে স্কুল ছাত্র

আদিত্য। পরে রাজস্থান, গুজরাট, ছত্তিশগড় সহ দেশের বিভিন্নস্থানে আয়োজিত একাধিক জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে শুরু করে সে, যার সর্বশেষ সংযোজন সম্প্রতি মালদায় আয়োজিত নবমতম নেতাজি সুভাষ রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানেও সোনা জয় করেছে আদিত্য। প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার সময়কালে সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে দীপিকা কুমারী, জুয়েল সরকার, বাসন্তী মাহাতোর মতো বিখ্যাত তিরন্দাজদের আর সেই মুহূর্তগুলোও যেন পদক লাভের সমতুল্য। নানুর চন্ডীদাস স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সদ্য মাধ্যমিক পাশ করে ওই স্কুলেই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া আদিত্য কিন্তু তার সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিচ্ছে জামাইবাবুকেই। আদিত্য বলে, হয়তো কখনো তীর ধনুক হাতেই তুলতাম না, সবটাই সম্ভব হয়েছে জামাইবাবুর জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাধা হয়ে উঠেছে আর্থিক দুর্বলতা। ঠিক যে কারণে লোকনাথ তার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেনি ঠিক সেই কারণেই থমকে যেতে হচ্ছে আদিত্যকেও। আন্তর্জাতিকস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে যে ধরনের প্রশিক্ষণ এবং ধনুর্বান সহ অন্যান্য সরঞ্জাম প্রয়োজন তারজন্য খরচ করতে হবে লক্ষ লক্ষ টাকা যার সামর্থ্য নেই আদিত্য পরিবারের। তাই আন্তঃস্কুল থেকে জাতীয়স্তর পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে একাধিকবার লক্ষ্যভেদ করেও এখন থেমে যেতে হচ্ছে আদিত্যকে আর সেই আক্ষেপ বুকে নিয়ে শ্যালক তথা শিষ্যের জন্য কাতর আবেদন লোকনাথের। সরকারি, বেসরকারী বা ব্যক্তিগতভাবেও সামান্য সহযোগিতা পেলেও সঠিকভাবে অনুশীলন, অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে আদিত্য সফল হবেই। এমনটাই দাবি লোকনাথের।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে

পড়তেই হবে

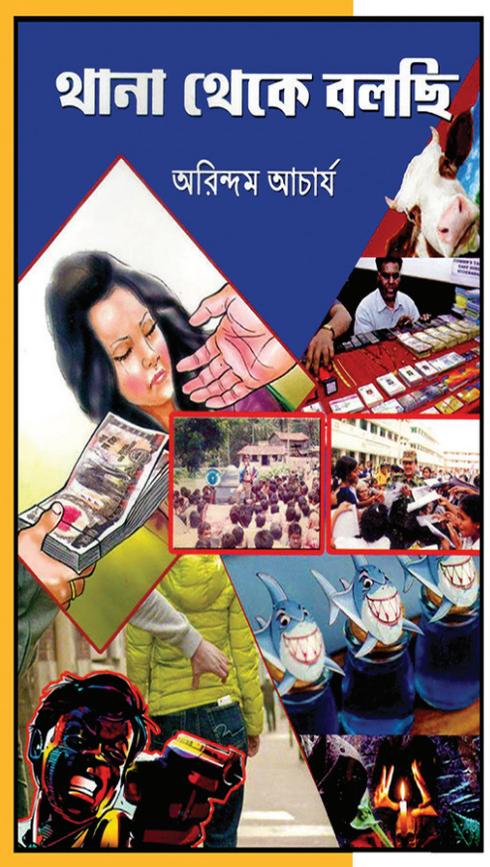

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com